

Playing with Modernity: The Decolonization of Indian Cricket//আধুনিকতার সাথে খেলা: ভারতীয় ক্রিকেটের উপনিবেশকরণ

প্রাক্তন উপনিবেশের জন্য, উপনিবেশকরণ হল ঔপনিবেশিক অতীতের সাথে একটি সংলাপ, এবং ঔপনিবেশিক অভ্যাস এবং জীবনধারার একটি সরল বিলুপ্তি নয়। একসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এমন দেশগুলিতে ক্রিকেটের উল্টাপাল্ট থেকে এই সংলাপের জটিলতা এবং অস্পষ্টতা আর কোথাও স্পষ্ট নয়। ভারতীয় ক্ষেত্রে, উপনিবেশায়নের সাংস্কৃতিক দিকগুলি ভাষা ও শিল্প থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার সম্পর্কে ধারণা পর্যন্ত জনজীবনের প্রতিটি ডোমেইনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সমসাময়িক ভারতের প্রতিটি বড় পাবলিক বিতর্কে, একটি অন্তর্নিহিত স্ট্যান্ড সর্বদাই প্রশ্ন থাকে যে ঔপনিবেশিক ইতিহ্যের টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো করা উচিত। এই প্যাচগুলির মধ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক, অন্যগুলি আদর্শগত এবং নান্দনিক

ম্যালকম মুগেরিজ একবার রসিকতা করেছিলেন যে "ভারতীয়রা ছিল শেষ জীবিত ইংরেজ, এইভাবে ভারতের শহুরে এবং পাশ্চাত্যায়িত অভিজাতদের মধ্যে সত্য-সত্যকে ধরে ফেলে যে ইংল্যান্ড নিজেই ধীরে ধীরে তার সাম্রাজ্য হারানোর সাথে সাথে বিকৃত হয়ে যায়, তার ঐতিহ্যের দিকগুলি গভীরভাবে শিকড় গেড়েছিল। উপনিবেশ। রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের আর খুব কম অর্থ নেই, কারণ ইংল্যান্ড অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে এবং ভারতীয়রা ক্রমবর্ধমানভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্য এবং বাকি দেশগুলিতে পৌঁছাচ্ছে। এশিয়ান বিশ্ব। কিন্তু আজ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অংশ রয়েছে যা চিরকাল ইংল্যান্ড বলে মনে হয় এবং সেটি হল ক্রিকেট। তাই এই ক্ষেত্রে উপনিবেশকরণের গতিশীলতা পরীক্ষা করা মূল্যবান, যেখানে ঔপনিবেশিক অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিল করার তাগিদ সবচেয়ে দুর্বল বলে মনে হয়।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ভারতে ক্রিকেট ধীরে ধীরে স্বদেশী হয়ে ওঠে তা "কঠিন" এবং "নরম" সাংস্কৃতিক রূপগুলির মধ্যে পার্থক্য করে সবচেয়ে ভালভাবে কল্পনা করা যেতে পারে। কঠিন সাংস্কৃতিক রূপগুলি হল যেগুলি মূল্য, অর্থ এবং মূর্ত অনুশীলনের মধ্যে লিঙ্কগুলির একটি সেটের সাথে আসে যা ভাঙা কঠিন এবং রূপান্তর করা কঠিন। বিপরীতে, নরম সাংস্কৃতিক ফর্মগুলি হল যেগুলি অর্থ এবং মূল্য থেকে মূর্ত কর্মক্ষমতাকে তুলনামূলকভাবে সহজ বিচ্ছেদ এবং প্রতিটি স্তরে তুলনামূলকভাবে সফল রূপান্তরের অনুমতি দেয়। এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি পরামর্শ দেব যে ক্রিকেট একটি কঠিন সাংস্কৃতিক রূপ যা এর মধ্যে সামাজিকীকৃত ব্যক্তিদের পরিবর্তন করে যতটা সহজে পরিবর্তন করা হয় তার থেকে।

সামাজিক সীমানা অতিক্রম করার কারণে ক্রিকেটের পুনর্ব্যাখ্যার জন্য সহজে সংবেদনশীল নয় এমন একটি কারণ হল যে এটি যে মূল্যবোধগুলিকে উপস্থাপন করে তা হল তাদের হৃদয়ে, পিউরিটান মান, যেখানে বাহ্যিক কোডগুলির কঠোর আনগত্য অভ্যন্তরীণ নৈতিক বিকাশের শৃঙ্খলার অংশ। বাউহাউসের নকশা নীতির

বিপরীতে নয়, এখানে ফর্মটি ঘনিষ্ঠভাবে (নৈতিক) ফ্যাশন অনুসরণ করে। কিছু পরিমাণে, সমস্ত শাসন-শাসিত খেলাধুলায় এই কঠিন গুণের কিছু আছে, তবে এটি তর্কযোগ্যভাবে সেইসব প্রতিযোগিতামূলক ফর্মগুলিতে আরও উপস্থিত যা সমাজের মূল নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে আবদ্ধ করতে আসে যেখানে তারা জন্মগ্রহণ করে।

সুতরাং, কঠোর সাংস্কৃতিক ফর্ম হিসাবে ক্রিকেটকে স্বদেশীকরণকে প্রতিহত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, স্বত্ত্বাভাব্যে, এটি গভীরভাবে স্বদেশীকরণ এবং উপনিবেশিত হয়ে গেছে এবং ভারতকে প্রায়শই সত্যিকারের ক্রিকেট "স্বর" (পুরি 1982) ভুগছে বলে দেখা যায়। এই ধাঁধার জন্য অ্যাকাউন্ট দুটি উপায় আছে। প্রথমটি, সম্প্রতি আশিস নন্দী (1989b) দ্বারা প্রস্তাবিত, খেলাটির পৃষ্ঠের নীচে পৌরাণিক কাঠামো রয়েছে যা পশ্চিমা ঐতিহাসিক উত্স সত্ত্বেও এটিকে গভীরভাবে ভারতীয় করে তোলে। বিকল্প পদ্ধতি (যদিও এটি ভারতে ক্রিকেট সম্পর্কে নন্দীর অনেক অন্তর্দৃষ্টির সাথে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়) হল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতীয় "জাতি" উত্থানের সমান্তরাল জটিল এবং বিরোধী প্রক্রিয়ার একটি সেটের মাধ্যমে ক্রিকেট দেশীয় হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে বিকশিত যুক্তি হল যে স্বদেশীকরণ প্রায়শই আধুনিকতার সাথে সম্মিলিত এবং দর্শনীয় পরীক্ষার একটি পণ্য, এবং সাংস্কৃতিক ভাঙারে বিদ্যমান নিদর্শনগুলির সাথে নতুন সাংস্কৃতিক ফর্মগুলির পৃষ্ঠতলের সখ্যতার অগত্যা নয়।

ক্রিকেটের মতো একটি খেলার স্বদেশীকরণের অনেক মাত্রা রয়েছে: খেলাটি যেভাবে পরিচালিত হয়, পৃষ্ঠপোষকতা করা হয় এবং প্রচার করা হয় তার সাথে এর কিছু সম্পর্ক রয়েছে, ভারতীয় খেলোয়াড়দের শ্রেণীগত পটভূমির সাথে এর কিছু সম্পর্ক রয়েছে এবং এইভাবে তাদের ভিক্টোরিয়ান অভিজাতদের অনুকরণ করার ক্ষমতার সাথে মূল্যবোধ, দলের চেতনা এবং জাতীয় অনুভূতির মধ্যকার দ্বন্দ্বিকতার সাথে এর কিছু সম্পর্ক রয়েছে, যা খেলাধুলায় অন্তর্নিহিত এবং সাম্রাজ্যের বন্ধনগুলির অন্তর্নিহিতভাবে ক্ষয়কারী, প্রতিভার একটি आधार তৈরি করার উপায়ের সাথে এটির কিছু সম্পর্ক রয়েছে এবং শহরে অভিজাতদের বাইরে লালিত, যাতে খেলাটি অভ্যন্তরীণভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, মিডিয়া এবং ভাষা যেভাবে ক্রিকেটকে ইংরেজী থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে তার সাথে এর কিছু সম্পর্ক রয়েছে এবং এটি একটি উত্তর-ওপনিবেশিক নির্মাণের সাথে কিছু করার আছে। পুরুষ দর্শকস্ব যা ক্রিকেটকে শারীরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বীর জাতীয়তাবাদের শক্তি দিয়ে চার্জ করতে পারে। এই প্রতিটি প্রক্রিয়া ভারতে ক্রিকেটকে স্বদেশীকরণের জন্য একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করেছে, এমনভাবে যা অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের সমতুল্য প্রক্রিয়া থেকে আলাদা। (সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ক্রিকেটের ডায়ালেক্টিক সম্পর্কে কিছু ধারণার জন্য, অ্যালেন 1985 দেখুন।)

স্পষ্টতই, ক্রিকেটের গল্প নির্ভর করে যেখান থেকে বলা হয় তার উপর। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য প্রভাবগুলি সি.এল.আর. জেমস (1963, দিয়াওয়ারা 1990 এবং বীরবলসিংহ 1986) এর কর্পাসে অমর হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ানরা ইংরেজদের দ্বারা যে পবিত্রতাপূর্ণ এবং পৃষ্ঠপোষকতামূলক উপায়ে তাদের

বিবেচনা করে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ক্রিকেটে দীর্ঘ সংগ্রাম-নাট্যায়িত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেটে তার বোয়ার এবং ইংলিশ বংশের মিলন ঘটানোর আরেকটি বিরোধপূর্ণ উপায় খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু এটি কালো এবং বাদামী লোকদের দ্বারা দখল করা উপনিবেশে যে ক্রিকেটের গল্পটি ক্যারিবিয়ান, পাকিস্তান, ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে বেদনাদায়ক এবং সূক্ষ্ম (সর্বশেষে, রবার্টস 1985 দেখুন)। আমি ভান করি না যে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঔপনিবেশিকতা সম্পর্কে ক্রিকেট যা বোঝায় তা অন্য প্রাক্তন উপনিবেশের জন্য ভাল, তবে এটি অবশ্যই দলের খেলার জন্য একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক এবং বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণের বৃহত্তর গল্পের একটি অংশ।

ঔপনিবেশিক একুমেন

এটা বলা অত্যাুক্তি নয় যে ক্রিকেট অন্য যেকোনো পাবলিক ফর্মের তুলনায় ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়ান উচ্চ শ্রেণীর মানগুলিকে তাদের মূর্ত অনুশীলনের অংশ হিসাবে ইংরেজ ভদ্রলোকদের কাছে পাতিত, গঠন এবং যোগাযোগের কাছাকাছি এসেছিল এবং অন্যদের কাছে ধরার উপায় হিসাবে সময়ের ক্লাস কোড। ইংল্যান্ডে এর ইতিহাস প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ফিরে যায়, এবং খেলাটি যে ইংরেজিতে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, যখন ক্রিকেট তার আধুনিক রূপবিদ্যার অনেক কিছু অর্জন করে, তখন এটি ভিক্টোরিয়ান অভিজাত মূল্যবোধের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘনীভবন হিসেবেও রূপ নেয়। এই মানগুলি, যার সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, নিম্নলিখিত হিসাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। ক্রিকেট ছিল একটি সর্বোত্তম পুরুষালি কার্যকলাপ, এবং এটি এমন কোডগুলি প্রকাশ করত যা সমস্ত পুরুষালি আচরণের খেলাধুলা, ন্যায়্য খেলার অনুভূতি, মাঠের খেলোয়াড়দের দ্বারা দৃঢ় অনুভূতির প্রকাশের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং তাদের স্বার্থের অধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। দলের প্রতি প্রমত্তাতিত আনুগত্য।

যদিও ক্রিকেট ভিক্টোরিয়ান অভিজাতদের জন্য সামাজিকীকরণের একটি কেন্দ্রীয় উপকরণ হয়ে ওঠে, তবে এটি শুরু থেকেই একটি সামাজিক বিরোধিতা ধারণ করে। এটিকে অভিজাত গঠনের একটি যন্ত্র হিসাবে সম্মানিত করা হয়েছিল, কিন্তু খেলার সমস্ত জটিল এবং শক্তিশালী ফর্মের মতো, এটি উভয়ই নিশ্চিত করেছে এবং খেলাধুলার সোডালিটি তৈরি করেছে যা শ্রেণীকে অতিক্রম করেছে। সুতরাং, এটি সর্বদা নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান (এবং দরকারী) জন্য উন্মুক্ত ছিল যারা এতে হ্যাঁচট খেয়েছিল। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের গ্রেট আন ওয়াশডদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে খেলার মাঠের সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলার অধীন করতে সক্ষম ছিল তারা তাদের উর্ধ্বতনদের সাথে সীমিত ঘনিষ্ঠতায় প্রবেশ করতে পারে। ভর্তির মূল্য ছিল খেলাধুলার প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদন এবং সাধারণত, মাঠে দুর্দান্ত প্রতিভা। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে

ক্রিকেট ছিল সামাজিক গতিশীলতার সীমিত রাস্তা। অবশ্যই, ভাগাভাগি করা ক্রিকেটই একজন ইংরেজকে অক্সফোর্ড ক্লাবে ইয়র্কশায়ারের একজন শ্রমজীবী পেশাদার ক্রিকেটারের সাথে গুলিয়ে ফেলতে পারে না। কিন্তু খেলার মাঠে (যেখানে সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল) ইংল্যান্ডে শ্রেণির বর্বরতা থেকে কিছুটা রেহাই ছিল। এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই নিম্ন-শ্রেণির খেলোয়াড়দের উপস্থিতিই ভিক্টোরিয়ান এলিটদের জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিল এবং এই ধারণাটিকে ধরে রেখেছিল যে ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগিতা থেকে একটি প্যাট্রিশিয়ান বিচ্ছিন্নতা জড়িত। নিম্ন-শ্রেণির পেশাদার খেলোয়াড়রা এইভাবে জেতার নোংরা সাবঅল্টার্ন কাজ করেছে যাতে তাদের শ্রেণীর উচ্চপদস্থরা ভদ্রলোক, অপ্রতিযোগিতামূলক খেলার মায়া রক্ষা করতে পারে (ন্যান্ডি 1989, 19-20)। এই অন্তর্নিহিত প্যারাডক্স-একটি অভিজাত খেলা যার ন্যায় খেলার নিয়ম নম্র উত্সের প্রতিভা এবং পেশার জন্য উন্মুক্ততা নির্দেশ করে ভারতে ক্রিকেটের প্রাথমিক ইতিহাসের একটি চাবিকাঠি।

ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় ক্রিকেট ছিল একটি বিচ্ছিন্ন খেলা, যেখানে ইংরেজরা এবং ভারতীয়রা যখন একসাথে খেলত তখন তারা বিপরীত দলে খেলত। ক্রিকেট ভারতে ব্রিটিশদের কেন্দ্রীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্লাবের সাথে যুক্ত ছিল। ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবগুলি (এবং তাদের সহযোগী দলগুলি) মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ত্রৈমাসিকের একটি পণ্য ছিল, যদিও 1840 এর দশকে বোম্বে ভিত্তিক বেশ কয়েকটি পার্সি ক্লাব ছিল। এতে, অন্যান্য বিষয়ে যেমন, পার্সিরা ছিল ভারতীয় ও ইংরেজ সাংস্কৃতিক রুচির মধ্যে সেতুবন্ধনকারী সম্প্রদায়। ভারত থেকে পার্সি দল 1880-এর দশকে ইংল্যান্ড সফর করেছিল এবং 1888-89 সালে প্রথম ইংরেজ দল ভারত সফর করেছিল (যদিও এর বেশিরভাগ ম্যাচই ছিল দলের বিরুদ্ধে। সম্পূর্ণ ইংরেজদের দ্বারা গঠিত, এবং ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত দলের বিরুদ্ধে মাত্র কয়েকটি)। বোম্বে ছিল ভারতীয়দের জন্য ক্রিকেটের জন্মস্থান এবং এখনও ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতিতে একটি বিশিষ্ট স্থান বজায় রেখেছে।

যদিও ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের দ্বারা ক্রিকেটকে সমর্থন করার বিষয়ে কখনোই কোনো সচেতন নীতি ছিল না, ক্রিকেট রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক নীতির একটি অনানুষ্ঠানিক উপকরণ হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। এটি মূলত ভিক্টোরিয়ান এলিটদের সেই সদস্যদের সাংস্কৃতিক প্রতিশ্রুতির কারণে যারা ভারতীয় প্রশাসন, শিক্ষা এবং সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং যারা ক্রিকেটকে ভিক্টোরিয়ান আদর্শ এবং ফিটনেস উপনিবেশে প্রেরণের আদর্শ উপায় হিসাবে বিবেচনা করে। 1890 থেকে 1893 সাল পর্যন্ত বোম্বে গভর্নর লর্ড হ্যারিস সম্ভবত ভারতে ক্রিকেটের আধা-সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তিনি বোম্বে এবং অন্যান্য প্রেসিডেন্সি উভয় ক্ষেত্রেই পরবর্তী গভর্নরদের দ্বারা অনুসরণ করেছিলেন, যারা ক্রিকেট দেখেছিলেন। নিম্নোক্ত কাজগুলি পূরণ করার জন্য: সাম্রাজ্যের বন্ধনকে দৃঢ় করা, বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় লেনদেনকে তৈলাক্ত করা," যা অন্যথায় সাম্প্রদায়িক (হিন্দু/মুসলিম) দাঙ্গায় পরিণত হতে পারে এবং ভারতীয়দের মধ্যে পুরুষত্ব, সহনশীলতা এবং প্রাণশক্তির ইংরেজি আদর্শ রোপন করতে পারে।

গোষ্ঠীগুলিকে অলস, উজ্জীবিত এবং কার্যকরী হিসাবে দেখা হয়। এই বিষয়ে ক্রিকেট ছিল অনেকগুলি অঙ্গনের মধ্যে একটি যেখানে একটি ঔপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞান নির্মিত হয়েছিল এবং পুনর্গঠিত হয়েছিল। এই সমাজবিজ্ঞানে, ভারতকে পুরুষদের (এবং মহিলাদের) দ্বারা জনবহুল বিরোধী সম্প্রদায়ের একটি ভিড় হিসাবে দেখা হত।) বিভিন্ন ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ক্রটির সাথে। ক্রিকেটকে স্থানীয়দের আন্তঃগ্রুপ আচার-আচরণের নতুন পদ্ধতি এবং পাবলিক আচরণের নতুন মানের মধ্যে সামাজিকীকরণের একটি আদর্শ উপায় হিসাবে দেখা হত। দৃশ্যত বিনোদন এবং প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত, এর অন্তর্নিহিত আধা-সরকারি সনদ ছিল নৈতিক এবং রাজনৈতিক। অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, "সাম্প্রদায়িক" সংগঠিত দল এবং বৃহত্তর নাগরিক বন্ধন তৈরির আদর্শের মধ্যে, ক্রিকেটের বিকাশকে তার সূচনা থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে এবং এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিভাগে আরও সম্পূর্ণভাবে মোকাবেলা

করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, প্রায় 1870 থেকে 1930 সাল পর্যন্ত, রাজের উচ্চ সময়ে, ভারতীয়দের জন্য ক্রিকেট খেলা ইংরেজদের উচ্চ-শ্রেণীর জীবনের রহস্য নিয়ে পরীক্ষা করা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা ইংল্যান্ডের দলে খেলার মাধ্যমেই হোক, যার মধ্যে ইটন এবং হ্যারো, অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজে একে অপরকে পরিচিত পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক বা ইংল্যান্ড সফরের সময়, ভারতীয় ক্রীড়া জনসংখ্যার একটি ছোট অংশ নৈতিক এবং সামাজিক রহস্য এবং আচার-অনুষ্ঠানে সূচিত হয়েছিল। ভিক্টোরিয়ান ক্রিকেটের।

এই যুগের সেরা ভারতীয় ক্রিকেটারদের জীবনী এবং আত্মজীবনী, যেমন বিজয় হাজারে (1976, 1981), এল.পি. জয় (রায়জি 1976), এবং মুশতাক আলি (1981), যাদের সকলের 1940-এর দশকে সক্রিয় ক্রিকেট ক্যারিয়ার ছিল, স্পষ্টভাবে দেখায় যে তারা (তাদের খুব বৈচিত্র্যময় সামাজিক পটভূমি থাকা সত্ত্বেও) ভিক্টোরিয়ান ক্রিকেট-ক্রীড়া, আত্ম-নিষ্পাপ, দলের চেতনা-এর পাশাপাশি সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে, কিন্তু বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ক্রিকেটের হাজিওগ্রাফি এবং বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধের প্রতিশ্রুতিতে উন্মোচিত হয়েছিল।

কিন্তু শ্রেণী এবং জাতি খুব জটিল উপায়ে ষড়যন্ত্র করেছিল "ভিক্টোরিয়ান একুমিনে (ব্রেকেনরিজ 1989, 1996) এবং এর এডওয়ার্ডিয়ান উত্তরসূরি কাঠামোতে। আমি ইতিমধ্যেই পরামর্শ দিয়েছি যে ভিক্টোরিয়ান ক্রিকেট ইংল্যান্ডে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীগত পার্থক্য জড়িত, যে পার্থক্যগুলি আজও সেখানে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভদ্রলোক এবং পেশাদার খেলোয়াড়, কোচ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে, কাউন্টি এবং লীগ ক্রিকেট। একসাথে, সমস্ত শ্রেণীর স্বেতাঙ্গ পুরুষরা একটি স্পোর্টিং কোড তৈরি এবং মূর্ত করতে সাহায্য করেছিল যার প্যাট্রিশিয়ান নৈতিক দিকগুলি উচ্চ শ্রেণীর জন্য কেন্দ্রীয় ছিল এবং যাদের "কাজের মতো" দক্ষতা নির্দেশক ছিল খেলাধুলায় শ্রমজীবী শ্রেণীর ভূমিকা। (ক্লার্ক এবং ক্লার্ক 1982, 82-83 ইংরেজি খেলাধুলার আদর্শে পুরুষত্বের ধারণার

অদ্বুত পরিবর্তনের একটি আকর্ষণীয় চিকিত্সা প্রদান করে) ঔপনিবেশিক বক্তৃতার এই নির্দিষ্ট ব্যক্তির জটিলতাও একটি চিত্রিত করে ঔপনিবেশিক বক্তৃতার অস্পষ্টতা হিসাবে বরং ভিন্ন প্রেক্ষাপটে যা দেখা গেছে তার রূপ (Bhabha 1994)।

শিল্প, শিষ্টাচার, ভাষা এবং আচরণ সহ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো, এটি এখন ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট যে আধুনিক ঔপনিবেশিকতার উচ্চতর সময়ে, মহানগর এবং এর উপনিবেশগুলিতে একযোগে আধিপত্য ও শ্রেণিবিন্যাসের মূল্য ও অনুশীলনের একটি জটিল ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল (কুপার এবং স্টোলার 1989)। ভারতে ক্রিকেটের ক্ষেত্রে, ঔপনিবেশিক ইকুমিনে ক্রিকেট, শ্রেণী এবং জাতিকে সংযুক্ত করার জটিল প্রবাহের চাবিকাঠি ছিল ভারতে পৃষ্ঠপোষকতা এবং কোচিংয়ের গল্প। উপরে উল্লিখিত উভয় জীবনী এবং একটি চমৎকার সিন্থেটিক বিবরণ এটি স্পষ্ট করে যে 1870 থেকে 1930 সালের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটে ব্রিটিশদের অংশগ্রহণ খুবই জটিল ছিল এতে ভারতে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা জড়িত ছিল। যাদের মধ্যে বিভিন্ন ভারতীয় সেটিংসে ক্রিকেটের ধারণা রোপন করতে সাহায্য করেছে। তবে একই সময়ে, ভারতীয় রাজপুত্ররা তাদের নিজস্ব দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইংরেজ এবং অস্ট্রেলিয়ান পেশাদার ক্রিকেটারদের ভারতে নিয়ে আসেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজকীয় পর্যায়টি কিছু উপায়ে ক্রিকেটের স্বদেশীকরণের বিশ্লেষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ক্রিকেট একটি অভিজাত খেলা হিসেবে ঔপনিবেশিক ভারতের বুর্জোয়া অভিজাতদের জন্য উপলব্ধ সময় এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল না। অন্যদিকে, রাজপুত্ররা তাদের রাজকীয় ঐতিহ্যের আরেকটি সম্প্রসারণ হিসেবে ক্রিকেটকে দ্রুত দেখতে পেয়েছিলেন এবং তারা পোলো, রাইফেল শ্যুটিং, গল্ফ এবং ক্রিকেটের মতো খেলাগুলিকে তাদের ঐতিহ্যবাহী অভিজাত ভাণ্ডারে শুষে নেন। এটি তাদের প্রজাদের (ডকার 1976, 27), সম্ভাব্য নতুন এবং ফলপ্রসূ উপায়ে ইংরেজ আভিজাত্যের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করতে এবং ভারতের ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের (যেমন লর্ড হ্যারিস) সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করার অনুমতি দেয়।), যিনি প্রাচ্যবাসীদের নৈতিক শৃঙ্খলার মাধ্যম হিসাবে ক্রিকেটকে সমর্থন করেছিলেন। যে রাজকুমাররা ক্রিকেটকে সমর্থন করতেন তারা প্রায়শই ভারতীয় আভিজাত্যের কম গ্র্যান্ড সদস্য ছিলেন, কারণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং দর্শনের অন্যান্য রূপের তুলনায় ক্রিকেট কিছুটা সস্তা ছিল। ভারতে ক্ষুদ্রে রাজত্বের জীবনধারা এবং নীতির অনুশঙ্গ হিসাবে ক্রিকেটের তিনটি আবেদন ছিল: (ক) এর ভূমিকা, বিশেষ করে উত্তরে, অবসরের অভিজাত সংস্কৃতিতে একটি ম্যানলি শিল্প হিসাবে, (খ) এর ভিক্টোরিয়ান শংসাপত্র, যা দরজা খুলে দিয়েছে ইংল্যান্ডে যা অন্যথায় কম তেলযুক্ত হতে পারে (রঞ্জিতসিংহজির ক্ষেত্রে), এবং (গ) অন্যান্য রাজকীয় পাবলিক চশমাগুলির একটি দরকারী সম্প্রসারণ হিসাবে এর ভূমিকা যা ভারতে রয়্যালটির দায়বদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল . তদনুসারে, এই শতাব্দীতে ভারতের অনেক অংশে ছোট-বড় রাজপুত্র ইংল্যান্ড থেকে কোচ আমদানি করেছিলেন, টুর্নামেন্ট এবং পুরস্কারের আয়োজন করেছিলেন, ভর্তুকিয়ুক্ত দল এবং কোচ, উন্নত মাঠ এবং পিচ, আমদানি সরঞ্জাম এবং দক্ষতা এবং ইংরেজ দলগুলিকে আয়োজক করেছিলেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রাজকুমাররা নম্র ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেক ক্রিকেটারকে (বা তাদের পরিবারকে) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের সমর্থন দিয়েছিল, যারা শেষ পর্যন্ত বড় শহর, আরও গুরুত্বপূর্ণ দল এবং কখনও কখনও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যমানতায় তাদের পথ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে বড় ঔপনিবেশিক শহরগুলির বাইরে অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য, রাজকীয় বাড়িগুলি থেকে এক বা অন্য ধরনের ভর্তুকি ছিল বড় সময়ের ক্রিকেটের বিশ্বজগতে তাদের নিজস্ব প্রবেশের চাবিকাঠি। এই ধরনের খেলোয়াড়রা এইভাবে ক্রিকেটের মাধ্যমে কিছু গতিশীলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং ভারতীয় ক্রিকেটে শ্রেণীগত জটিলতার একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল, একটি জটিলতা যা আজও টিকে আছে।

ক্রিকেটের ভারতীয়ীকরণের ভিত্তি তাই ভারতে ব্রিটিশ ভদ্রলোক, ভারতীয় রাজপুত্র, মোবাইল ভারতীয় পুরুষ যারা প্রায়শই সিভিল সার্ভিস এবং সেনাবাহিনীর অংশ ছিল, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাদা ক্রিকেটারদের জটিল, "

শ্রেণীবদ্ধ ক্রস-হ্যাচিংয়ের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছিল। পেশাদার পেশাদাররা (মূলত ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে) যারা আসলে এই শতাব্দীর প্রথম দশকের মহান ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এই পেশাদাররা, যাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ট্যারান্ট, বিল হিচ এবং ক্ল্যারি গ্রিমেট, সেইসাথে কিছুটা বেশি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সেনা সদস্য, কলেজের অধ্যক্ষ এবং ব্যবসায়ী যারা উদীয়মান ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রশিক্ষক দিয়েছিলেন তারা তারকা ডোমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র ছিল বলে মনে হয়। আভিজাত্য, এবং ব্যাপকভাবে ঔপনিবেশিক ক্রিকেট বিশ্বে প্রযুক্তিগত দক্ষতা। এই পেশাদার প্রশিক্ষকরা যা অর্জন করেছিলেন তা হল ভারতীয় রাজকুমারদের পৃষ্ঠপোষকতার কল্পনার জন্য (যা পরিণতিতে রাজতান্ত্রিক এবং সম্ভ্রান্ত সাম্রাজ্যের তাদের নিজস্ব কল্পনার সাথে আবদ্ধ ছিল) প্রতিযোগিতামূলক ভারতীয়তে অনুবাদ করার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদান করা। দলগুলো আসলে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত। যদিও নিম্নলিখিত ব্যাখ্যার জন্য কোন নির্ণায়ক প্রমাণ নেই, তবে এটা খুব সম্ভবত যে মুশতাক আলি, বিজয় হাজারে এবং লালু অমরনাথের মতো ছোট শহরের ছেলেদের বিশ্ব ক্রিকেটের দুর্লভ জগতে প্রবেশ করতে খুব কষ্ট হয়েছিল (এখনও ইংরেজ এবং ভিক্টোরিয়ানদের আধিপত্য। স্পোর্টিং কোড), এই নিম্ন-শ্রেণীর সাদা পেশাদারদের দ্বারা একটি মূর্ত প্রযুক্তিগত অনুশীলনে ক্রিকেটের অনুবাদ ছাড়াই। সুতরাং, এটি এমন নয় যে একটি অ্যাংলোফোন শ্রেণীর নাটক কেবল ভারতে পুনরুত্পাদন করা হয়েছিল, তবে ভারত, ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে রাজকুমার, প্রশিক্ষক, সেনা কর্মকর্তা, ভাইসরয়, কলেজের অধ্যক্ষ এবং খেলোয়াড়দের প্রচারে। একটি জটিল সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণীর শাসন গঠিত হয়েছিল, যেখানে ভারতীয় এবং ইংরেজী সামাজিক স্তরবিন্যাসগুলিকে আন্তঃসংযুক্ত করা হয়েছিল এবং 1930-এর দশকে, ননলাইট ভারতীয়দের একটি ক্যাডার তৈরি করা হয়েছিল যারা নিজেদেরকে প্রকৃত ক্রিকেটার এবং সাধারণভাবে "ভারতীয়" বলেও মনে করেছিল।

এই আলোকে, মহান রাজকুমারী ব্যাটসম্যান রঞ্জিতসিংহজি (1872-1933) সম্ভবত একটি দুঃখজনক ব্যতিক্রম, যাঁর জন্য ক্রিকেট এবং ইংরেজী এত গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল যে তিনি ক্রিকেটকে ভারতীয় খেলা হিসাবে খুব গুরুত্ব সহকারে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন ভারতের পশ্চিম উপকূলে সৌরাষ্ট্রের একটি ছোট রাজ্য নওয়ানগরের জামসাহেব। ক্রিকেটের ইতিহাসে রঞ্জির একটি পৌরাণিক স্থান রয়েছে এবং আজও (ডব্লিউ জি গ্রেস, ডন ব্র্যাডম্যান এবং গ্যারি সোবার্সের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সাথে) সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে বিবেচিত। রঞ্জিতে একটু সময় ব্যয় করা মূল্যবান, কারণ তিনি উদাহরণ দেন যে ঔপনিবেশিক ক্রিকেট কী ছিল। হাস্যকরভাবে, এটা সম্ভবত ছিল। সাম্রাজ্য এবং মুকুটের সাথে এই গভীর পরিচয় যা আল রঞ্জিকে ক্রিকেটীয় দক্ষতার একটি "প্রাচ্য" ফর্মের সর্বোত্তম এবং জীবন্ত ট্রপে পরিণত করেছিল।

রঞ্জি কেবল একটি দুর্দান্ত রান-গেটার ছিল না কিন্তু ক্রিকেট চেনাশোনাগুলিতে একটি অদ্ভুত প্রাচ্যীয় আভা বহন করে। গ্রেট সি বি ফ্রাই তার সম্পর্কে বলেছিলেন যে "তিনি এমনভাবে নড়াচড়া করেছিলেন যেন তার কোনও হাড় নেই, কেউ অবাক হবেন না ঘাসের মধ্যে জ্বলন্ত বাদামী বক্ররেখা যেখানে তার একটি কাট ভ্রমণ করেছে বা নীল শিখা তার ব্যাটের চারপাশে জ্বলছে, কারণ তিনি তার একটি স্ট্রোক তৈরি করেছে।" নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন যে "যখন তিনি ব্যাটিং করেছিলেন, তখন ইংলিশ মাঠে প্রথমবারের মতো অদ্ভুত আলো দেখা গিয়েছিল" অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেটার ক্লেম হিল সহজভাবে বলেছিলেন: "তিনি একজন ব্যাটসম্যানের চেয়েও বেশি, তিনি একজন জাগলার" বিল হিচ, সারে এবং ইংল্যান্ডের ফাস্ট বোলার, তাকে "মাস্টার, জাদুকর" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (সমস্তুই ডি মেলো 1979, অধ্যায় ৭-এ উদ্ধৃত)।

রঞ্জিকে ব্যাটিংয়ে একটি অদ্ভুত ভারতীয় প্রতিভা আনতে দেখা গেছে, তাই জাদু এবং জাগলিং, অদ্ভুত আলো এবং নীল শিখার উল্লেখ। রঞ্জি, প্রকৃতপক্ষে, দৃঢ়তা, অলসতা এবং সহনশীলতার অভাবের চটকদার বিপরীতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল যা ভারতীয়দের অনেক ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের দ্বারা মূর্ত করার জন্য মনে হয়েছিল (হাচিন্স 1967, অধ্যায় 3, নন্দী 1983), রঞ্জিতে, ছলনা ছলনা হয়ে ওঠে, প্রতারণা জাদুতে পরিণত হয়, দুর্বলতা নমনীয়তা হয়ে ওঠে, এবং দৃঢ়তা অনুগ্রহে রূপান্তরিত হয়। এই প্রাচ্যবাদী দীপ্তি, অবশ্যই, রঞ্জির অনবদ্য সামাজিক পরিচয়পত্র, ইংরেজি প্রতিষ্ঠানের প্রতি (কেলেজ থেকে মুকুট পর্যন্ত) তার সম্পূর্ণ ভক্তি এবং সাম্রাজ্যের প্রতি তার অটল আনুগত্যের সাথে একটি বড় সম্পর্ক ছিল। এইভাবে তিনি শুধুমাত্র ক্রিকেটে বিপ্লব ঘটাননি এবং যখন তিনি ব্যাট করতেন তখন দর্শকদের একটি অসাধারণ ড্রিট দিয়েছিলেন, কিন্তু ইংলিশ শ্রোতার সর্বদা তার পারফরম্যান্সে ইটনের খেলার ক্ষেত্রগুলিতে রহস্যময় প্রাচ্যের একটি অনুগত এবং গ্ল্যামারাস অফার পড়তে পারে। রঞ্জি ছিলেন চূড়ান্ত বাদামী ইংরেজ। কোনো সন্দেহ নেই, তবে, রঞ্জি ভারতীয় রাজকুমারদের সেই প্রজন্মের অন্তর্গত ছিল যাদের জন্য মুকুটের প্রতি আনুগত্য এবং ভারতীয় হওয়ার গর্ব একে অপরের সাথে সমন্বিত ছিল, যদিও সাম্প্রতিক একজন বিশ্লেষক পরামর্শ দিয়েছেন যে রঞ্জির প্রতিশ্রুতি গভীর ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি হতে পারে। সন্দেহ এবং দ্বন্দ্ব (নন্দী 19896)।

রঞ্জির গল্পটি আরও সাধারণ বিড়ম্বনার একটি চরম ঘটনা যে ভারতীয় রাজকুমাররা, যারা প্যাট্রিশিয়ান ভিক্টোরিয়ান বিশ্বে প্রবেশের পথ হিসাবে ক্রিকেটকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল এবং যারা মূলত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রভুত্বের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে ক্রিকেটের যা 1930-এর দশকে ভারতীয় ক্রিকেটীয় দক্ষতায় পূর্ণ গর্বিত হয়ে উঠবে।

ক্রিকেট, সাম্রাজ্য এবং জাতি

আজ, ভারতে ক্রিকেটের অসাধারণ জনপ্রিয়তা স্পষ্টতই জাতীয়তাবাদী অনুভূতির সাথে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতে ক্রিকেটের প্রাথমিক ইতিহাসে, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, ক্রিকেট আরও দুই ধরনের আনুগত্যের জন্ম দিয়েছে। প্রথমটি ধর্মীয় (সাম্প্রদায়িক) পরিচয়ের প্রতি ছিল (এবং এখনও আছে)। দ্বিতীয় ধরনের আনুগত্য, বরং আরও বিমূর্তভাবে খেলাধুলায় তাৎক্ষণিকভাবে, এম পাইয়ারের প্রতি আনুগত্য। এখানে আকর্ষণীয় প্রশ্ন হল কীভাবে ভারতীয় জাতির ধারণা একটি প্রধান ক্রিকেট সত্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বোম্বেতে পার্সিদের দ্বারা সংগঠিত প্রথম ক্লাবগুলির মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যপদ ছিল প্রধান নীতি যার চারপাশে ভারতীয়রা ক্রিকেট খেলার জন্য একত্রিত হয়েছিল। এবং এই সাংগঠনিক নীতিটি 1930-এর দশকে উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত বহাল ছিল। হিন্দু, পার্সি, মুসলিম, ইউরোপীয়রা এবং অবশেষে, "বাকি" (সাম্প্রদায়িকভাবে অচিহ্নিত গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি লেবেল যারা ক্রিকেট দলে একত্রিত হয়েছিল) ক্রিকেট ক্লাবে সংগঠিত হয়েছিল। ক্রিকেটের এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনের ভালো-মন্দ নিয়ে শুরু থেকেই অনেক বিতর্ক ছিল। যদিও রাজ্যের ভারতের অন্য কোথাও খেলাধুলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজকুমাররা, যারা তাদের খেলোয়াড়দের পুনর্নির্মাণে সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতি কোন গুরুত্ব দেননি, ব্রিটিশ ভারতের প্রেসিডেন্সিতে খেলোয়াড়রা ধর্মীয় ও জাতিগত গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যার মধ্যে কিছু বিরোধী ছিল। আরও সাধারণভাবে জনজীবন। এইভাবে, ক্রিকেট ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গন, যেখানে খেলোয়াড়দের পাশাপাশি জনতা ইউরোপীয়দের বিপরীতে নিজেদেরকে হিন্দু, মুসলিম এবং পার্সি হিসেবে ভাবে শিখেছিল। এই সামাজিক বিভাগগুলি ঔপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞানের শাসনের সৃষ্টি এবং উপকরণ উভয়ই ছিল তা দেখানোর জন্য অনেক ভাল ঐতিহাসিক কাজ হয়েছে (অপ্পাদুরাই 1981, কোহন 1987, ডার্কস 1987, ফ্রেইটাগ 1989, পান্ডে 1990, প্রকাশ 1990)। কিন্তু বাস্তবতা হল তারা ভারতীয় আত্ম-ধারণা এবং ভারতীয় রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল। যদিও এটা সত্য যে আদমশুমারির শ্রেণীবিভাগ, ধর্মীয় অনুদানের নিয়ন্ত্রণ এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ইস্যু ছিল প্রধান সরকারী ক্ষেত্র যেখানে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের

বিষয়গুলি ভারতের ঔপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল, এই প্রক্রিয়ায় ক্রিকেটের ভূমিকা অবশ্যই অবমূল্যায়ন করা হবে না। অন্তত পশ্চিম ভারতে, গভর্নর হ্যারিসের মতো ব্রিটিশ কর্মকর্তারা ক্রিকেটকে সাম্প্রদায়িক বৈরিতার সুরক্ষা ভালভাবে হিসাবে এবং ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বাঁচতে শেখানোর একটি উপায় হিসাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মতৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজের খণ্ডিত বর্ণনা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব কল্পকাহিনীতে গভীরভাবে এম্বেড করা, তারা যা উপলব্ধি করতে পারেনি তা হল খেলার মাঠে (অন্য কোথাও) তারা পরিচয়ের সাম্প্রদায়িক ধারণাগুলিকে স্থায়ী করেছে যে ভারতীয় শহরগুলিতে আরও তরল হয়ে উঠতে পারে। এইভাবে, আমাদের এই প্যারাদক্স রয়েছে যে বোম্বে, সম্ভবত সবচেয়ে মহাজাগতিক ঔপনিবেশিক শহর, এর প্রধান অভিজাত খেলাটি সাম্প্রদায়িক লাইনের চারপাশে সংগঠিত হয়েছিল।

ভারতে ক্রিকেটের গুরুত্ব ও মান বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সাম্প্রদায়িক নীতিটি অস্থির হয়ে উঠতে বাধ্য। ভারতের ক্রিকেটের বিপরীতে, ইংলিশ ক্রিকেট এমন একটি ব্যবস্থার চারপাশে সংগঠিত হয়েছিল যেখানে জাতি ছিল অনুকরণীয় একক এবং কাউন্টিগুলি, সম্প্রদায়গুলি নয়, ছিল তার নিম্ন স্তরের নির্বাচনী এলাকা। অন্য কথায়, ইংল্যান্ডের জন্য অঞ্চল এবং জাতীয়তা, ভারতের জন্য সম্প্রদায় এবং সাংস্কৃতিক স্বাভাব্য (অধ্যায় 6 দেখুন)। এইভাবে যখন ইংলিশ দলগুলি ভারত সফর শুরু করে, তখন প্রশ্ন ছিল কীভাবে একটি "ভারতীয়" দল গঠন করা যায় যেটি উপযুক্ত প্রতিপক্ষ ছিল। প্রাথমিক সফরে, 1890-এর দশকে, এই ভারতীয় দলগুলি মূলত ইংরেজদের দ্বারা গঠিত ছিল, কিন্তু যত বেশি ভারতীয়রা এই খেলাটি খেলতে শুরু করে এবং যত বেশি পৃষ্ঠপোষক এবং উদ্যোক্তারা দল ও টুর্নামেন্ট সংগঠিত করতে শুরু করে, ভারতীয় প্রতিভার সম্পূর্ণ পুলটি অনিবার্য ছিল। প্রথম সারির ভারতীয় দল গঠনের জন্য আকৃষ্ট হন। এই প্রক্রিয়া, যেখানে ভারতীয়রা ক্রমবর্ধমানভাবে ক্রিকেটে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিল, আশ্চর্যজনকভাবে একটি গণ আন্দোলন হিসাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করে না।

ভারতীয় ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে ক্রিকেট এইভাবে জাতীয়তা এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের উপর একটি অপ্রত্যাশিত আলোকপাত করে। যেহেতু ইংল্যান্ড সাম্রাজ্যের সাথে কেবল অভিন্ন ছিল না, সেখানে ঔপনিবেশগুলিতে অন্যান্য সমান্তরাল সত্তা থাকতে হয়েছিল যার বিরুদ্ধে ইংরেজ জাতি-রাষ্ট্র খেলতে পারে এইভাবে, "ভারত" উদ্ভাবন করতে হয়েছিল, অন্তত ঔপনিবেশিক ক্রিকেটের উদ্দেশ্যে।

তবুও যারা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতে ক্রিকেট আয়োজনের জন্য দায়ী ছিলেন এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস পার্টিতে (এবং অন্যত্র) যারা (1880-এর দশকের শুরুতে) পেশাদারভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন তাদের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে খুব কম স্পষ্ট যোগাযোগ ছিল। একটি স্বাধীন ভারতীয় জাতির ধারণা। ভারতীয় প্রতিভা, একটি ভারতীয় দল, এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতীয় প্রতিযোগিতার ধারণা তুলনামূলকভাবে স্বাধীনভাবে আবির্ভূত হয়েছিল, এর পৃষ্ঠপোষক এবং প্রচারকারীদের দ্বারা অ-অফিসিয়াল উদ্দীপনার অধীনে। এইভাবে,

ক্রিকেট জাতীয়তাবাদ একটি প্যারাডক্সিক্যাল হিসাবে আবির্ভূত হয়, যদিও যৌক্তিক, ইংল্যান্ডে ক্রিকেটের বিকাশের প্রবৃদ্ধি। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের কল্পিত সম্প্রদায়ের স্পিন-অফ হওয়ার পরিবর্তে, জাতীয়ভাবে সংগঠিত ক্রিকেট ছিল ঔপনিবেশিক উদ্যোগের একটি অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং এইভাবে উপনিবেশগুলিতে কগ নেট জাতীয় বা প্রোটোনেশনাল উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল।

তা সত্ত্বেও, এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে ক্রিকেট যত বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে একই সময়ে গতি অর্জন করায়, ক্রিকেট জাতীয়তাবাদ এবং স্পষ্টতই জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সংস্পর্শে আসে। তরুণ ভারতীয়দের সাধারণ জীবন। এইভাবে, এন.কে.পি. সালভে, একজন প্রধান ভারতীয় রাজনীতিবিদ এবং ক্রিকেট উদ্যোক্তা, স্মরণ করেন কিভাবে ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে তিনি এবং তার বন্ধুদের নাগপুরের একটি চমৎকার ক্রিকেট মাঠে খেলতে ভয় দেখিয়েছিলেন এবং বাধা দিয়েছিলেন একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট, দায়িত্বে থাকা একজন মিঃ থমাস। পিচের, যারা "একটি আফ্রিকান কেপ মহিষের মতো দেখতে, আকারে বিশাল এবং ভারী, অন্যথায় আক্রমণাত্মক, অকথ্য এবং অস্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী"। থমাসের সাথে জড়িত বেশ কিছু ভীতিকর এবং অপমানজনক পর্বের পর (একটি ক্লাসিক সাবঅলটার্ন ব্যক্তিত্ব যা নেটিভ আর্টিনদেরকে সাম্রাজ্যিক পারফরম্যান্সের পবিত্র স্থান থেকে দূরে রাখে), সালভের বাবা এবং তার বন্ধুরা, গান্ধীর সমস্ত প্রভাবশালী স্থানীয় অনুসারী, তরুণ ছেলেদের পক্ষে একজন সিনিয়র ব্রিটিশের সাথে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। নাগপুরের আধিকারিক এবং পিচ ব্যবহার করার অধিকার তাদের জিতেছে যখন এটি অফিসিয়াল ব্যবহারে ছিল না। সালভের এই গল্পের পুরো বর্ণনায়, আমরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাবঅলটার্নের প্রতি তার ভয়, জমকালো পিচে খেলার সংবেদনশীল আকর্ষণ, পাবলিক স্পেস থেকে দূরে রাখা ভারতীয়দের ক্ষোভ এবং জাতীয়তাবাদী স্বাদের একটি শক্তিশালী ধারণা পাই। তাদের বিরক্তি। এটা সম্ভব যে ক্রিকেট জাতীয়তাবাদ এবং সরকারী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি সচেতন পাবলিক বিতর্ক বা আন্দোলনে খুব কমই বিবাহিত ছিল, কিন্তু তারা ছোট শহর এবং প্রাক-স্বাধীনতার ক্ষেত্রগুলিতে অনেক তরুণ ভারতীয়দের খেলা, দক্ষতা, স্থান এবং অধিকারের জীবন্ত অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করেছিল। ভারত। কিন্তু ক্রিকেট চেতনা ও ক্রিকেটের উত্তেজনার বৃদ্ধি ভাষা ও মিডিয়ার ভূমিকার উল্লেখ ছাড়া বোঝা যাবে না।

ভার্নাকুলারাইজেশন এবং মিডিয়া

মিডিয়া ক্রিকেটের স্বদেশীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, প্রথম অল-ইন্ডিয়া রেডিও দ্বারা সম্প্রচারিত ইংরেজি ভাষার ক্রিকেট ধারাবাহিকের মাধ্যমে, যা 1933 সালে শুরু হয়েছিল। ত্রিশ, চল্লিশ এবং পঞ্চাশের দশকে মূলত ইংরেজিতে (ক্যাশম্যান 1980, 145-46), ষাটের দশকে শুরু হওয়া রেডিও ধারাবাহিক। হিন্দি, তামিল

এবং বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও ক্রমবর্ধমান ছিল। বহু-ভাষী রেডিও ভাষ্য সম্ভবত খেলাধুলার সূক্ষ্মতায় ভারতীয় গণ শ্রোতাদের সামাজিকীকরণের একক প্রধান উপকরণ, যদিও টেস্ট ম্যাচের কভারেজ (ভারত এবং অন্যান্য দেশগুলি জড়িত) ইংরেজি, হিন্দি, তামিল এবং বাংলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যান্য প্রথম-শ্রেণীর ম্যাচগুলি উপমহাদেশের সমস্ত প্রধান ভাষায় রেডিও ধারাভাষ্য দিয়ে থাকে। ক্রিকেটের মহাজাগতিক সংস্কৃতিতে অনগ্র ভারতীয়দের সামাজিকীকরণে আঞ্চলিক ক্রিকেট ধারাভাষ্যের ভূমিকা নিয়ে কোনও পদ্ধতিগত অধ্যয়ন করা হয়নি, তবে এটি স্পষ্টতই খেলার স্বদেশীকরণের একটি প্রধান কারণ ছিল। রেডিওগুলির মাধ্যমে, যা খুব ব্যাপকভাবে পাওয়া যায় এবং যা ট্রেন স্টেশন, ক্যাফেটেরিয়া এবং অন্যান্য পাবলিক প্লেসে প্রচুর ভিড়কে আকর্ষণ করে, ভারতীয়রা ক্রিকেটের ইংরেজি পরিভাষা, বিশেষ করে এর বিশেষ্য গঠন কার্ঠামোকে বিভিন্ন আঞ্চলিক সিনট্যাকটিক প্যাটার্নে শুধে নিয়েছে। এই ধরনের স্পোর্টস পিজিন খেলাধুলার স্বদেশীকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ভাষাগতভাবে গৃহপালিত ফর্মের সাথে একই সময়ে একটি রহস্যময় ফর্মের সাথে যোগাযোগের অনুমতি দেয়। সুতরাং, ইংরেজিতে ক্রিকেট পদের প্রাথমিক শব্দভাণ্ডার সমগ্র ভারতে ব্যাপকভাবে পরিচিত (ক্রমবর্ধমান এমনকি গ্রামেও)।

আঞ্চলিক সম্প্রচারের প্রেক্ষাপটে যে জটিল ভাষাগত অভিজ্ঞতাগুলি উদ্ভূত হয়েছিল তা রিচার্ড ক্যাশম্যানের নিম্নলিখিত বর্ণনায় উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। 1972-73 সিরিজের সময় লালা অমরনাথ, বিশেষজ্ঞ এবং হিন্দি ভাষ্যকারের মধ্যে এই কথোপকথনটি ঘটেছিল যখন অজিত ওয়াদেকর পকককে সামনের পায়ে চার বলে সরাসরি তাড়িয়েছিলেন। সংলাপটি এই হাইব্রিড ভাষা এবং এর ব্যবহারের কিছু বিপদকে চিত্রিত করে

হিন্দি ভাষ্যকার: লালাজি, আপ ওয়া ব্যাক ফুট স্ট্রেইট ড্রাইভ কে বারে মে কেয়া কাহেনা চাহতে হ্যায়?

অমরনাথ: ওয়া ব্যাক ফুট নাহি ফ্রন্ট ফুট ড্রাইভ থি বাদি সুন্দর

এই...

কন্ডি থি মন্তব্যকারী: হ্যান বাদি রিস্কি থি। ওয়াদেকর কো আইসা না খেলনা চাহিয়ে।

অমরনাথ: মন্তব্যকারী সাহেব, রিস্কি নাহি কন্ডি। কন্ডি সে মারি

হুই...

[অনুবাদ]

ভাষ্যকার: লালা, পিছনের পায়ে স্ট্রেইট ড্রাইভ সম্পর্কে আপনি কী বলতে চান?

অমরনাথ: যেটা সামনের দিকে নয়, পিছনের পায়ে ড্রাইভ করা সুন্দর ছিল কন্ডিতে। ইহা ছিল

মন্তব্যকারী: তাই এটি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ওয়াদেকরের এমন খেলা উচিত হয়নি।

অমরনাথ: ভাষ্যকার সাহেব, ঝুঁকিপূর্ণ কন্ডি নয়। এতে কন্ডিতে আঘাত লাগে। (ক্যাশম্যান 1980, 147)

যদিও ক্যাশম্যানের অনুবাদ সম্পূর্ণ সংবেদনশীল নয়, তবে এটা বেশ স্পষ্ট করে দেয় যে ক্রিকেটের আঞ্চলিককরণের ভাষাগত ক্রটি রয়েছে। যাইহোক, তিনি যে বিষয়টি লক্ষ্য করেন না তা হল যে এই ধরনের ক্রটির আলোচনার মাধ্যমে হিন্দি ভাষাভাষীরা একটি অপেক্ষাকৃত রহস্যময় ক্রিকেট শব্দকে গৃহপালিত করে যেমন অ্যারিস্টি। টেলিভিশনের আগমনের পর থেকে ক্রিকেটের মিডিয়া আধিপত্য (প্রায়শই অন্যান্য খেলার পক্ষপাতিত্বদের অভিযোগের উৎস) বৃদ্ধি পেয়েছে। 1960 এর দশকের শেষের দিকে ছোট শ্রোতাদের সাথে একটি খুব শালীন শুরুর পরে, টেলিভিশন এখন ভারতে ক্রিকেট সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করেছে। অনেক ধারাভাষ্যকার যেমন উল্লেখ করেছেন, ক্রিকেট টেলিভিশনের জন্য পুরোপুরি উপযোগী, এর অনেক বিরতি, এর স্থানিক ঘনত্ব এবং এটি মাদুরের জন্য প্রসারিত। শ্রোতাদের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য এটি নিখুঁত টেলিভিশন খেলা। টেলিভিশন সমসাময়িক ভারতে (অন্যান্য জায়গার মতো) অবসরের বেসরকারীকরণের প্রান্তে রয়েছে। পাবলিক স্পেসগুলি আরও সহিংস, উচ্ছৃঙ্খল এবং অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে, যারা টেলিভিশনের সামর্থ্য রাখে তারা তাদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে তাদের চশমা ব্যবহার করে। এটি ব্যাপক দর্শকদের দুটি মহান আবেগের ক্ষেত্রে সত্য: খেলাধুলা এবং সিনেমা। একটি ক্ষেত্রে লাইভ কভারেজের মাধ্যমে এবং অন্যটিতে পুনঃরান এবং ভিডিওক্যাসেটের মাধ্যমে, স্টেডিয়াম এবং সিনেমা হলকে শোবার ঘর হিসাবে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। টেস্ট ম্যাচগুলি এখনও ভালভাবে উপস্থিত হয়, তবে যে ভিড় দেখায় তা আরও অস্থির।

ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে এখন আর একটি জটিল ভাগাভাগি অভিজ্ঞতা নয়, স্টেডিয়াম স্পেসকে আরও বেশি লোমহর্ষক এবং জ্যাগড অভিজ্ঞতা, যা অনেকেই শান্ত, ব্যক্তিগত এবং সর্বজন টেলিভিশন পর্দাকে পছন্দ করেন না। বৃহৎ আকারের চশমার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্য কোথাও যেমন, লাইভ ম্যাচের দর্শকরা নিজেই টেলিভিশন দর্শকদের সুবিধার জন্য মঞ্চস্থ একটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের একটি সহায়ক। দর্শকদের ভিড় সেই দৃশ্যের প্রাণবন্ততা উপভোগ করার জন্য নয় বরং টেলিভিশন দর্শকদের জন্য এর প্রমাণ দেওয়ার জন্য। দর্শকদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শক, এটি বাড়িতে যারা আছে তাদের জন্য দর্শকদের একটি অংশ। এটিও স্বদেশীকরণ এবং উপনিবেশকরণ প্রক্রিয়ার অংশ। টেলিভিশন বিদেশী দল এবং তারকাদের পরিচালনাযোগ্য আকারে হ্রাস করে, এটি খেলাধুলার বহিরাগত প্রকৃতিকে দৃশ্যত গৃহপালিত করে, বিশেষ করে যারা আগে শুধুমাত্র রেডিওতে ম্যাচ শুনেছেন তাদের জন্য। এবং একটি দেশের জন্য যার সিনেমা তারকারা তার প্রধান সেলিব্রিটি, টেলিভিশন খেলাধুলার দর্শনে সিনেমাটিক বা থোরিটি ধার দেয়।

একটি সভ্যতায় যেখানে দেখা (দর্শন) হল যোগাযোগের পবিত্র উপকরণ, টেলিভিশন মহান ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের তারকা মর্যাদাকে তীব্র করেছে। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটাররা গত এক দশকে বড় বড় খেলাগুলির তীব্র টেলিভিশনে দেখার চেয়ে বেশি মুগ্ধতার বিষয় হতে পারেনি। টেলিভিশন রেডিও দ্বারা

লালিত ক্রিকেটের প্রতি জাতীয় আবেগকে আরও গভীর করেছে, কিন্তু শ্রোতাদের অভ্যর্থনা এবং অংশগ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে, বই, সংবাদপত্রের কভারেজ এবং ক্রীড়া-পত্রিকা ব্যবহারে ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে রেডিও ধারাবাহ্য এবং টেলিভিশন দেখা উভয়ই শক্তিশালী হয়েছে। শুধু ইংরেজিতে কিন্তু স্থানীয় ভাষায়। সংবাদের বিস্তার, তারকাদের জীবনী, ভাষ্য, এবং নির্দেশমূলক সাহিত্য, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে, টেলিভিশনের বিশেষ শক্তির জন্য সমালোচনামূলক পটভূমি প্রদান করে। যদিও এই আঞ্চলিক উপাদানটি তারা পড়ে এবং শুনেছে যারা নিজেরা করে না। পড়ুন, রেডিও শোনা হয় এবং লাইভ আকারে কল্পনা করা হয়, যখন টেলিভিশন কভারেজ দর্শনে রূপান্তরিত করে। এই গণ-মধ্যস্থ ফর্মগুলি এমন একটি জনসাধারণকে তৈরি করেছে যা অত্যন্ত বড়, খেলাধুলার সূক্ষ্মতার মধ্যে বিভিন্ন অর্থে সাক্ষর এবং পড়া, শ্রবণ এবং দেখার দ্বারা উত্পন্ন আবেগকে ক্রিকেটে আনতে পারে।

এই প্রক্রিয়ায় গণ-আঞ্চলিক সাহিত্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই বই, ম্যাগাজিন এবং পুস্তিকাগুলি যা করে তা হল স্থানীয় ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা, বিদেশী খেলোয়াড়দের ছবি এবং নাম ভারতীয় লিপি এবং বাক্য গঠনে রাখা এবং রেডিওতে শোনা যোগাযোগের শর্তাবলী (ইংরেজি শব্দ হিন্দি, মারাঠি বা তামিল ভাষায় প্রতিলিপিকৃত) এর মূল অংশকে শক্তিশালী করুন। এই উপকরণগুলির মধ্যে কিছু নির্দেশনামূলক এবং এই চিত্রগুলির সাথে বিস্তৃত ডায়াগ্রাম এবং মৌখিক পাঠ্য রয়েছে যা ইংরেজি জানেন না এমন পাঠকদের কাছে ক্রিকেটের বিভিন্ন স্ট্রোক, শৈলী, নিয়ম এবং যুক্তি ব্যাখ্যা করে। এই আঞ্চলিককরণ প্রক্রিয়া যা আমি মারাঠি ভাষার উপাদানগুলির সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করেছি, এটি একটি মৌখিক ভাণ্ডার প্রদান করে যা বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে ভাষাগতভাবে পরিচিত ফর্ম হিসাবে ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা লাভ করতে দেয়, এইভাবে ক্রিকেটকে সেই ইংরেজী থেকে মুক্ত করে যা এটিকে তার নৈতিকতা দিয়েছিল। কর্তৃত্ব এবং চক্রান্ত। রেডিওতে আঞ্চলিক ভাষ্য (এবং পরে টেলিভিশনে) ক্রিকেটের শব্দভাণ্ডারকে গৃহপালিত করার প্রথম ধাপ প্রদান করে কারণ এটি শুধুমাত্র একটি যোগাযোগের শব্দভাণ্ডারই নয়, এই শব্দভাণ্ডার এবং খেলার শোনা বা দেখা নাটকের উত্তেজনার মধ্যে একটি যোগসূত্রও প্রদান করে। এর স্ট্রোক, এর ছন্দ, এর শারীরিক রোমাঞ্চ। ক্রিকেট পরিভাষার ইংরেজি হিন্দি, মারাঠি, তামিল এবং বাংলার জগতে আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু এটি একই সাথে রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ, এবং প্রচুর শহরে ভারত নির্মাণ এবং বিনামূল্যে খেলা খেলার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আনা হয়েছে। পাশাপাশি অনেক গ্রামের জায়গা। এইভাবে, স্থানীয় ভাষায় ক্রিকেট পরিভাষা অধিগ্রহণ খেলাধুলায় শারীরিক দক্ষতার বোধকে শক্তিশালী করে, যা টেলিভিশনে নিয়মিত স্পটগুলির দ্বারা একটি বিশাল উত্সাহ দেওয়া হয়। ক্রিকেটের মহান তারকাদের অনুকরণ করা হয়, তাদের নামে শিশুদের ডাক নামকরণ করা হয়, এবং ক্রিকেটের পরিভাষা, এর স্ট্রোক এবং এর তারা, এর নিয়ম এবং এর ছন্দ, আঞ্চলিক বাস্তববাদ এবং জীবিত শারীরিক সক্ষমতার অনুভূতির অংশ হয়ে ওঠে।

আঞ্চলিক ভাষায় মুদ্রিত সামগ্রীর বিশাল ভাণ্ডার পরিভাষাগত নিয়ন্ত্রণ এবং শারীরিক উত্তেজনা এবং দক্ষতার মধ্যে এই যোগসূত্রকে শক্তিশালী করে প্রচুর পরিমাণে তথ্য, পরিসংখ্যান এবং বিদ্যা প্রদান করে যা ভারতীয়দের ভাষাগত এবং চিত্রগত দক্ষতাকে আরও সমর্থন করে যারা অ্যাংলোফোন জগতে আংশিকভাবে আরামদায়ক। আঞ্চলিক ভাষার অনেক বই, ম্যাগাজিন এবং প্যামফ্লেটে ক্রিকেটের নিয়ম, স্ট্রোক এবং টার্মিনল অজি (বেশিরভাগই সরাসরি ইংরেজি থেকে প্রতিলিপি করা হয় যাতে তারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভাষাগত একুমিনের অংশ থাকে) প্রায়শই পরিকল্পিত চিত্রের সাথে থাকে। ভারতীয় এবং বিদেশী উভয় ক্রিকেটারদের জীবন ও শৈলী নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা এবং এই আলোচনাগুলিকে বিশদ বিতর্ক এবং সংলাপে বিচার ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে (যেমন নিরপেক্ষ আম্পায়ারিং) এন্সেড করা, এই উপাদানগুলি ভাষা ব্যবহারের একটি সাইট হিসাবে ক্রিকেটের পরিভাষাকে শরীরে জড়িয়ে দেয় এবং অভিজ্ঞতা উপরন্তু, ক্রিকেটকে ঘিরে সংবাদ, গসিপ, তারকা এবং চাঞ্চল্যকর ইভেন্টগুলিতে এই নির্দেশনামূলক উপাদানগুলি সনাক্ত করার মাধ্যমে, ক্রিকেট খেলাধুলার বাইরে সেলিব্রিটি, বিতর্ক এবং প্রসঙ্গগুলির একটি বিস্তৃত জগতে আকৃষ্ট হয়, যা এটিকে ভাষাগতভাবে পরিচিত ভূখণ্ডে আরও এন্সেড করে।

হিন্দি ভাষার ম্যাগাজিন Kriket-Kriket "আঞ্চলিক পাঠকের অন্তর্মুখী জগতের একটি চমৎকার উদাহরণ প্রদান করে (দেখুন Appadurai এবং Breckenridge 1991b), এই ম্যাগাজিনে হিন্দি পাল্প ফিকশন, হিন্দি কমিক বই, কন্টাক্ট লেন্সের মতো বিভিন্ন বডি প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন রয়েছে। দেশীয় লোশন, এবং ক্রিকেট তারকাদের ফটো অ্যালবাম। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের কীভাবে করা যায় এবং স্ব-সহায়ক পকেট বইয়ের বিজ্ঞাপন রয়েছে, বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এবং শর্টহ্যান্ডের মতো দক্ষতা ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি যন্ত্রপাতির জন্য লুব্রিকেটিং গ্রীস তৈরির পদ্ধতির মতো অপরিচিত বিষয়। পরিশেষে, ক্রিকেট তারকাদের অনেক জমকালো রঙিন ছবি এবং স্পেসিফিক ম্যাচ এবং টুর্নামেন্টের অসংখ্য সংবাদ আইটেম ক্রিকেটকে আধা-কসমোপলিটান গ্লিটজের এক দুর্দান্ত জগতে স্থান দেয়, যেখানে ক্রিকেট অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় উপাদানের কোলাজের জন্য টেক্সচুয়াল সিউন প্রদান করে। আধুনিক জীবনধারা এবং কল্পনা। কারণ ক্রিকেট-ক্রিকেটের মতো পত্রিকা তুলনামূলকভাবে সম্ভ্রায় উৎপাদিত এবং বিক্রি হয়, তাদের কাগজ এবং গ্রাফিক্সের মান কম, এবং তাই অন্যান্য ধরনের বিজ্ঞাপন থেকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ এবং মতামতের অংশগুলিকে আলাদা করা মোটেও সহজ নয়। সাহিত্য এবং সেবা। টোটাল ইফেক্ট হল কসমোপলিটানিজমের মৌখিক ও ভিজুয়াল ইম্প্রেশনের একটা নিরবিচ্ছিন্ন জালের, যেখানে ক্রিকেট হল সংযোগকারী টিস্যু। অন্যান্য আঞ্চলিক ম্যাগাজিনগুলি এর চেয়ে বেশি শুদ্ধ এবং কম আন্তঃসংক্রান্ত, কিন্তু যেহেতু সেগুলি অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রীর সাথে একত্রিত করা হয়, এবং বিশেষত ক্রিকেট ম্যাচের রেডিও, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের নিউজরিলের সংলগ্ন অভিজ্ঞতার সাথে, এতে সন্দেহ নেই যে সংস্কৃতি আধা-অ্যাংলোফোন পাঠকদের দ্বারা গ্রাস করা ক্রিকেটটি সিদ্ধান্তমূলকভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক এবং বহুভুজ হয় সম্ভবত আরও গুরুত্বপূর্ণ হল সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের গল্পগুলির পাশাপাশি বইগুলি, যেগুলি পুরানো এবং নতুন উভয়ই বিভিন্ন তারকাদের ক্রিকেট জীবনের গল্প বলে। এই আঞ্চলিক গল্পগুলি

যা করে তা হল খেলাধুলার দক্ষতা এবং উত্তেজনাকে ভাষাগতভাবে পরিচালনাযোগ্য আখ্যানগুলিতে খুঁজে বের করা, এইভাবে কেবল তারাই নয়, ক্রিকেট জীবনকেও বোধগম্য করে তোলে। এই পাঠযোগ্য জীবনগুলি তখন ক্রিকেট ইভেন্টগুলির রেডিও এবং টেলিভিশন কভারেজের অভ্যর্থনায় একটি নতুন ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি হয়ে ওঠে, এবং এমনকি সবচেয়ে দেহাতি ছেলেটির শরীরী হেক্সিস, একটি পতিত-নিচু মাঠে দুর্বল সরঞ্জাম নিয়ে খেলা, বেঁধে দেওয়া হয়। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রিকেট চশমা বিশ্বের কাছে ভাষা এবং শরীরের স্তর। এই সত্য যে এই অনেক বই এবং পুস্তিকা হয় ভুতুড়ে লেখা বা পেশাদার লেখকদের দিয়ে লেখা, অ্যাংলোফোন জগতের বাইরের অনেক পাঠকের জন্য ক্রিকেট বোঝার হাতিয়ার হিসাবে তাদের শক্তি থেকে বিরত হয় না। পরিচিত স্থান, ঘটনা, স্কুল, শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং সহ খেলোয়াড়দের সাথে তারকাদের জীবনকে সংযুক্ত করার মাধ্যমে, একটি বর্ণনামূলক কাঠামো তৈরি করা হয় যেখানে ক্রিকেটকে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ঠিক যেমন তার তারকাদের উপলব্ধি করা হয় (এর একটি চমৎকার উদাহরণের জন্য, দেখুন শান্তী এবং পাতিল 1982)।

মিডিয়া অভিজ্ঞতার সাধারণ শক্তি এইভাবে শক্তিশালী synaesthetic হয়। ক্রিকেট পড়া, শোনা এবং দেখা হয় এবং ক্রিকেটের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার শক্তি, মাঝে মাঝে লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ এবং তারকাদের ঝলক, এবং টেলিভিশনে ক্রিকেট দর্শকের আরও অনুমানযোগ্য ঘটনাগুলি কেবল ক্রিকেটকে স্থানীয় ভাষায় রূপ দেওয়ার জন্য নয়, বরং এটিকে আঞ্চলিক করে তোলে। অনেক তরুণ ভারতীয় পুরুষের শারীরিক অনুশীলন এবং শরীর-সম্পর্কিত ফ্যান টেসিগুলির মধ্যে ক্রিকেটের মাস্টার টার্মস এবং মাস্টার ট্রপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করুন। মুদ্রণ, রেডিও, এবং টেলিভিশন একে অপরকে শক্তিশালীভাবে শক্তিশালী করে এবং এমন পরিবেশ তৈরি করে যেখানে ক্রিকেট জীবনের চেয়ে একযোগে বড় (তার তারকা, চশমা এবং বিশ্ব পরীক্ষার গ্ল্যামারের সাথে এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে) এবং জীবনের কাছাকাছি, কারণ এটি জীবন, ম্যানুয়াল এবং সংবাদে রেন্ডার করা হয়েছে যা আর ইংরেজি-মধ্যস্থ নয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগত অঞ্চলের ভারতীয়রা যেহেতু টেলিভিশন এবং রেডিওতে ক্রিকেটের আখ্যান দেখে এবং শুনে, তাই তারা ইংরেজী রূপ ধরতে সংগ্রামরত নিওফাইটদের মতো নয় বরং সাংস্কৃতিকভাবে সাক্ষর দর্শকদের মতো করে যাদের জন্য ক্রিকেটকে গভীরভাবে স্থানীয় ভাষায় রূপ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে, অভিজ্ঞতামূলক এবং শিক্ষাগত লুপগুলির একটি জটিল সেট স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে ক্রিকেটের অভ্যর্থনা উপনিবেশকরণের প্রক্রিয়ায় বিষয় এবং সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়ে ওঠে।

দ্য এম্পায়ার স্ট্রাইক ব্যাক

অভ্যর্থনা শেষে, ঔপনিবেশিকতা একটি গণ শ্রোতাদের দ্বারা ক্রিকেটে সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা অর্জনের সাথে জড়িত, এবং ঔপনিবেশিকতার এই দিকটি এমন দক্ষতার বন্টন জড়িত যা আমরা সকলেই প্রশংসা করতে

আগ্রহী। কিন্তু উপনিবেশকরণের একটি উৎপাদন মাত্রাও রয়েছে, এবং এখানে উদ্যোক্তা ও চমকের জটিল জগতে প্রবেশ করে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিশাল ব্যক্তিগত মুনাফা।

যদিও এটা সত্য যে দরিদ্র ও কম শহরে ভারতীয় পুরুষরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে রাজকীয় বা সরকারী সমর্থনের মাধ্যমে ক্রিকেটের মহাজাগতিক জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল, এমনকি সেরা ভারতীয় দলের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত শ্রেণী বেসটিও টিকে থাকত না। যুদ্ধ যদি বড় বড় ব্যবসায়িক কর্পোরেশনগুলির দ্বারা ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতার আকর্ষণীয় এবং বেশ অস্বাভাবিক প্যাটার্নের জন্য না হতো, বিশেষ করে বোম্বেতে কিন্তু সারা ভারতে, ক্রিকেটের কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা ভারতীয় খেলাধুলার সমাজবিজ্ঞানে একটি আকর্ষণীয় কারণ। এর অপরিহার্য জিনিস এই অনেক মর্যাদাপূর্ণ কোম্পানি তাদের কেরিয়ারের প্রথম দিকে অসামান্য ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাদের ফর্মে থাকার নিশ্চয়তা দেওয়ার জন্য কঠোর অনুশীলনের সময়সূচী ("নেটে") বজায় রাখার যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের নিরাপদ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য। তাদের ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষ হওয়ার পর তাদের কর্মীদের নিয়মিত সদস্যরা। ক্রিকেটারদের এই ধরনের কর্মসংস্থান মূলত 1950-এর দশকে বোম্বেতে দেখা গিয়েছিল, সামাজিক বিজ্ঞাপনের একটি উপকারী রূপ হিসাবে, একটি ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় খেলা, কিছু তারকাদের সমর্থন এবং জাতীয় ভাবমূর্তির স্বাস্থ্যের জন্য কোম্পানির প্রতি সদৃশ্য অর্জন করে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। ক্রিকেটারদের কর্পোরেট কর্মসংস্থান মানে শুধু বড় শহরে প্রতিভার প্রচার নয়, বরং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে (একটি বিশাল সরকারি-ক্ষেত্রের অপারেশন), চমৎকার ক্রিকেটারদের সারা ভারতে শাখায় নিয়োগ ও নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যাতে এই পৃষ্ঠপোষক তার শহরে বাড়ি থেকে দূরে ক্রিকেটের লালনপালনের জন্য এককভাবে দায়ী ছিলেন। এইভাবে, ক্রিকেটের কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা একটি খেলার জন্য নিরাপত্তার একটি আধা-পেশাদার উপায় প্রদানের জন্য দায়ী যার গভীরতম আদর্শগুলি অপেশাদার, বরং দরিদ্র শ্রেণীর এবং ভারতের অর্ধ-গ্রামীণ অংশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকদের আঁকার জন্য একটি অবিচল উদ্যোগও। .

পরিবর্তে, এই ধরনের কর্পোরেট সমর্থনের অর্থ হল যে রাষ্ট্র ক্রিকেটে তুলনামূলকভাবে কম বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে এবং তবুও জাতীয় অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে একটি বড় মুনাফা কাটাতে সক্ষম হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা মূলত বড় কর্পোরেশনগুলির (তাদের জন-সম্পর্ক এবং বিজ্ঞাপনের বাজেটের অংশ হিসাবে) একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ ছিল, ভারতের রাজ্যটি খেলায় মিডিয়া সমর্থনের সম্প্রসারণে উদার ছিল। মিডিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ এবং আইন-শৃঙ্খলার বিধান, খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ার নিরাপত্তা প্রদানে ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং বোর্ড অফ কন্ট্রোল নামে একটি জটিল পাবলিক (যদিও সরকারী নয়) সংস্থার মধ্যে এই জোট রূপান্তরের জন্য পরিকাঠামো প্রদান করেছে। 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে চার দশকে ক্রিকেট একটি প্রধান জাতীয় আবেগে পরিণত হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে টেলিভিশন পর্ব অবশ্যই, ক্রিকেটের তীব্র, সাম্প্রতিক বাণিজ্যিকীকরণ এবং এর তারকাদের সংশ্লিষ্ট পণ্যায়নের অংশ। পুঁজিবাদী বিশ্বের অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বের মতো, সেরা পরিচিত

ভারতীয় ক্রিকেট তারকারা এখন মেটাকমোডিটি, অন্য পণ্যের প্রচলনকে ইন্ধন দেওয়ার সময় নিজেদের বিক্রির জন্য। খেলাধুলাটি ক্রমবর্ধমানভাবে বিজ্ঞাপনদাতা, প্রচারক এবং উদ্যোক্তাদের হাতে চলে যাচ্ছে, টেলিভিশন, রেডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়া খেলাধুলা এবং এর তারকাদের জন্য জাতীয় আবেগকে খাওয়াচ্ছে। জনসাধারণের চশমার এই ধরনের পণ্যায়ন প্রথম নজরে একটি বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়ার ভারতীয় অভিব্যক্তি এবং এইভাবে উপনিবেশকরণ বা স্বদেশীকরণ নয় বরং আন্তর্জাতিক পুঁজির শক্তি দ্বারা পুনর্নিবেশকরণের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে এটি যেটি বেশিরভাগই প্রতিনিধিত্ব করে তা হল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ক্রিকেটের সম্ভাবনা দখলে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের আগ্রাসী মেজাজ। দর্শনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি জাতীয় আবেগে রূপান্তরিত, বিগত দুই দশকে ক্রিকেট কিছু মানুষের জন্য গণবিনোদন এবং গতিশীলতার বিষয় হয়ে উঠেছে এবং এর ফলে জয়ের সাথে জড়িয়ে গেছে (Nandy 1989b)। ভারতীয় জনতা টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় জয়ের জন্য ক্রমাগত আরও লোভী হয়ে উঠেছে এবং দেশে বা বিদেশে পরাজয়ের বিষয়ে ক্রমাগতভাবে আরও বেশি লোভী হয়ে উঠেছে। এইভাবে, খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজাররা তাদের আগের চেয়ে শক্ত দড়ি হাঁটেন। তারা স্টারডম এবং বাণিজ্যিকীকরণের সুবিধাগুলি কাটার সময়, তাদের সমালোচক এবং ভিড়ের ক্রমবর্ধমান অনুরাগী হতে হবে, যারা এমনকি সাময়িক বিপত্তিও সহ্য করে না। এটি প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার জন্য চাপের একটি স্থির বৃদ্ধি বোঝায়।

অর্ধশতকের মাঝামাঝি থেকে ষাটের দশকের শেষের দিকে গুরুতর মন্দার পর, ভারতীয় ক্রিকেটাররা 1971 সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কিছু অসাধারণ জয় জিতেছিল, উভয়ই তাদের প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে। যদিও 1971 টিমকে জনতা এবং সমালোচকদের দ্বারা অভিনন্দন জানানো হয়েছিল, তবে এমন পরামর্শ ছিল যে জয়গুলি ভাগ্য এবং প্রতিপক্ষ দলের খারাপ ফর্মের জন্য অনেক বেশি ঋণী। তবুও, 1971 ভারতীয় ক্রিকেটের অধীনে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত। অজিত ওয়াদেকরের নেতৃত্বে। এর পরে কিছু সত্যিকারের বিপত্তি ছিল এবং তবুও ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেখিয়েছিলেন যে তারা তাদের বাড়ির মাঠে তাদের প্রাক্তন ঔপনিবেশিক প্রভুদের এবং তাদের শক্তিশালী ক্যারিবিয়ান খেলোয়াড়দের হারাতে পারে। 1971 সালের এই জয়গুলি ভারতীয় ক্রিকেটে একটি নতুন সাহসিকতার মনস্তাত্ত্বিক উদ্বোধনকে চিহ্নিত করেছিল।

সত্তরের দশক এমন একটি সময় ছিল যেখানে প্রতিটি টেস্ট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বারা নম্র ছিল, যারা তাদের দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান, তাদের অসাধারণ (এবং ভীতিকর) ফাস্ট বোলার এবং মাঠে তাদের গতির সাথে স্পর্শ করার মতো মনোরম বলে মনে হয়েছিল। ক্রিকেট ক্যারিবিয়ান খেলায় পরিণত হয়েছিল, বাকি সবাই ছবিতে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে। এই প্রসঙ্গে, ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য সবচেয়ে মধুর মুহূর্ত ছিল 1983 সিরিজে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে জয়। সেই জয়ের মাধ্যমে, ভারত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্ব শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, যার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তান। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা অনেকাংশে টেস্ট ক্রিকেটে শীর্ষস্থানের বাইরে ছিল।

1983 সাল নাগাদ, ইংল্যান্ডকে টেস্ট ক্রিকেটে (ল্যান বোথামের মতো মাঝে মাঝে তারকা থাকা সত্ত্বেও) এবং ভারত একটি প্রধান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ নয় যে কালো এবং বাদামী সাবেক উপনিবেশগুলি এখন বিশ্ব ক্রিকেটে আধিপত্য বিস্তার করে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে তাদের বিজয় এমন একটি সময়ের সাথে মিলে যায় যেখানে মিডিয়া, বাণিজ্যিকীকরণ এবং জাতীয় আবেগের প্রভাব ক্রিকেটের সাথে যুক্ত পুরানো ভিক্টোরিয়ান সভ্যতাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুছে দিয়েছে। ক্রিকেট এখন আক্রমনাত্মক, দর্শনীয় এবং প্রায়শই খেলাধীন, দর্শকরা জাতীয় জয় এবং খেলার জন্য তৃষ্ণার্ত। ers এবং প্রবর্তকদের টাকা জন্য আউট। এই উপসংহার এডানো কঠিন যে ক্রিকেটের উপনিবেশকরণ ঘটত না যদি খেলাটি তার ভিক্টোরিয়ান নৈতিক অঙ্গীকার থেকে বিচ্ছিন্ন না হত। বা এই প্রক্রিয়াটি উপনিবেশগুলির জন্য কঠোর নয়: এটি লক্ষ্য করা গেছে যে ইংল্যান্ডে থ্যাচারিজম "ফেয়ার প্লে" যেটি একসময় তার নিজ দেশে ক্রিকেটের আধিপত্য ছিল (মার্শাল 1987) এর আদর্শকে ক্ষয় করতে অনেক কিছু করেছে।

ক্রিকেট এখন একটি ভিন্ন নৈতিক এবং নান্দনিক জগতের অন্তর্গত, রাগবির থমাস আরমন্ডের কল্পনার থেকে অনেক দূরে, বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেট (ডব্লিউএসসি) এর পেশাদারিকৃত, কঠোরভাবে বাণিজ্যিক প্রপঞ্চের আগমনের মতো নীতি-নৈতিকতার এই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে না। মিডিয়াকেন্দ্রিক ক্রিকেট প্যাকেজটি কেরি প্যাকার নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। প্যাকারের ডব্লিউএসসি ছিল অপেশাদার ক্রীড়াঙ্গনের ঔপনিবেশিক ইসি উমেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ক্রিকেট জাতীয়তাবাদের নীতি উভয়ের জন্যই প্রথম বড় হুমকি, কারণ এটি ছিল যুদ্ধ-ওয়ান-ডে ক্রিকেটের পর থেকে খেলাধুলায় প্রধান উদ্ভাবনের উপর কেন্দ্রীভূত। এক দিনের খেলা (পাঁচ বা তার বেশি দিনের বিপরীতে) ফলাফল নিষ্পত্তি করে। ওয়ানডে ক্রিকেট ঝুঁকি নেওয়া, আক্রমনাত্মকতা এবং সাহসিকতাকে উত্সাহিত করে যখন উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিভিশন বিজ্ঞাপন এবং ইভেন্ট এবং সেটিংসের উচ্চ টার্নওভারের জন্য উপযুক্ত তীব্র মনোযোগের জন্য উপযুক্ত। Packer's wsc মিডিয়া বিনোদন এবং খেলোয়াড়দের জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক সুবিধার নামে জাতীয় আনুগত্য বাইপাস করেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান, ইংলিশ, অস্ট্রেলিয়ান এবং পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা দ্রুত এর আবেদন দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু ভারতে খেলোয়াড়রা সাড়া দিতে ধীরগতির ছিল, কারণ ভারতে পৃষ্ঠপোষকতার কাঠামো তাদের অন্যান্য জায়গায় তাদের সমকক্ষদের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপত্তা দিয়েছে। তারপরও, প্যাকারের সাহসী উদ্যোগ ছিল একটি সংকেত যে ক্রিকেট আরও একটি উত্তর-জাতীয়তাবাদী পর্যায়ে চলে গেছে, যেখানে বিনোদনের মূল্য, মিডিয়া কভারেজ এবং খেলোয়াড়দের বাণিজ্যিকীকরণ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের জাতীয় আনুগত্য এবং ঔপনিবেশিক ভিক্টোরিয়ান অপেশাদার নীতিকে অতিক্রম করবে। সময়কাল

আজ, ভারতীয় ক্রিকেট এই ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রতিটির জটিল কনফিগারেশনের প্রতিনিধিত্ব করে। খেলার নিয়ম কাঠামো এবং মাঠের আচরণের কোডগুলি এখনও নামমাত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় ক্লাসিক ভিক্টোরিয়ান

মূল্যবোধের সংযম, খেলাধুলা এবং অপেশাদার। একই সময়ে, জাতীয় আনুগত্য এই আদর্শগুলির একটি শক্তিশালী কাউন্টারপয়েন্ট, এবং যেকোনো মূল্যে বিজয় হল ভিড় এবং টেলিভিশন দর্শকদের দাবি। কিন্তু খেলোয়াড় এবং প্রবর্তকদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভিক্টোরিয়ান কোড এবং জাতীয়তাবাদী উদ্বিগ্ন প্রতিভা, সেলিব্রিটি এবং অর্থের আন্তর্জাতিক প্রবাহের অধীনস্থ।

শারজাহ উপসাগরীয় এমিরেট, যেখানে ভারতীয় এবং পাকিস্তানি অভিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা রয়েছে, সম্প্রতি তৈরি অস্ট্রেলিয়া কাপে নতুন নীতিটি সবচেয়ে ভালভাবে ধরা পড়েছে। এই কাপ সমসাময়িক ক্রিকেটের বাণিজ্যিক এবং জাতীয়তাবাদী যুক্তি উভয়ই তুলে ধরে। 1986 সালে নির্ণায়ক ম্যাচের চূড়ান্ত পর্বে, পনের মিলিয়ন টেলিভিশন দর্শক দেখেছিল, পাকিস্তানের জয়ের জন্য চার রান দরকার ছিল এবং ম্যাচের শেষ বলের বিরুদ্ধে এক স্ট্রোকে সেগুলি অর্জন করেছিল। গেমটির লাইভ দর্শকদের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের চলচ্চিত্র তারকা এবং অন্যান্য সেলিব্রিটিদের পাশাপাশি উপসাগরীয় অর্থে তাদের জীবিকা নির্বাহকারী দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শারজাহ কাপ ইটনের খেলার মাঠ থেকে অনেক দূরে। তেলের অর্থের পৃষ্ঠপোষকতা, পারস্য উপসাগরে ভারতীয় ও পাকিস্তানি অভিবাসী শ্রমিকদের আধা-প্রলেতারিয়ান দর্শক, ইসলামী তেল সম্পদ দ্বারা নির্মিত একটি ক্রীড়া মাঠে বসে উপমহাদেশের চলচ্চিত্র তারকারা, উপমহাদেশে একটি বিশাল টেলিভিশন দর্শক, পুরস্কারের অর্থ এবং বিজ্ঞাপনের আয়। প্রাচুর্য, রক্তপিপাসু ক্রিকেট-এখানে, অবশেষে, ভিক্টোরিয়ান উচ্চ-শ্রেণীর ক্রিকেট কোডের জন্য শেষ আঘাত, এবং এখানে একটি ভিন্ন বৈশ্বিক ইকুমিন। শারজাহ পরে, সমস্ত ক্রিকেটই ট্রিনিদাদ ক্রিকেট, ক্রিকেটের সেই বিখ্যাত ফর্মের সাথে যুক্ত নাটকীয় নিয়ম পরিবর্তনের কারণে নয়, বরং এর মূল ইংরেজি ব্যবহারিক আধিপত্য এবং এর ভিক্টোরিয়ান নৈতিক আধিপত্য থেকে একটি আচারকে সফলভাবে হাইজ্যাক করার কারণে। শারজাহ দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ইটোনিয়ানরা যারা আজকে ট্রিনিদাদারদের মতো মনে হচ্ছে।

ক্রিকেটের উপনিবেশকরণের অংশ হল কমনওয়েলথের মিথের ক্ষয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে তাদের পূর্বের মর্যাদা দ্বারা একত্রিত জাতিগুলির শিথিল ভ্রাতৃত্ব। কমনওয়েলথ মূলত খেলাধুলার একটি সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে (পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইভি লিগের মতো)। রাজনৈতিকভাবে, এটি সাম্রাজ্যের সভ্যতার একটি আবছা ছায়ার প্রতিনিধিত্ব করে। বাণিজ্যে, রাজনীতিতে, কূটনীতিতে তা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ফিজিয়ানরা ভারতীয় অভিবাসীদের ফিজিয়ান রাজনীতি থেকে বের করে দেয়, সিংহল এবং তামিলরা শ্রীলঙ্কায় একে অপরকে হত্যা করে (যখন সিংহল ক্রিকেট দল ভারত সফর করে), পাকিস্তান এবং ভারত ক্রমাগত যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে টিট করে, আফ্রিকার নতুন দেশগুলি বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসংযোগ লড়াই করে।

তবুও কমনওয়েলথ গেমস একটি গুরুতর এবং সফল আন্তর্জাতিক উদ্যোগ, এবং বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট এখনও এটির মুখে কমনওয়েলথের একটি বিষয় কিন্তু আজ ক্রিকেট দ্বারা গঠিত কমনওয়েলথটি প্রাক্তন উপনিবেশগুলির

একটি সুশৃঙ্খল সম্প্রদায় নয়, যা সাধারণ আনুগত্য দ্বারা একত্রিত হয়। একটি ভিক্টোরিয়ান এবং ঔপনিবেশিক কোড। এটি একটি বেদনাদায়ক বাস্তবতা, যেখানে একটি সাধারণ ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ল্যান্ডস্কেপে বিভিন্ন উত্তর-ঔপনিবেশিক প্যাথলজি (এবং স্বপ্ন) দেখানো হয়। সাম্রাজ্যের জনসাধারণের শিষ্টাচারে কালো এবং বাদামী পুরুষদের সামাজিকীকরণের জন্য আর একটি যন্ত্র নয়, এটি এখন আন্তর্জাতিক চশমা এবং পণ্যীকরণের সেবায় জাতীয় অনুভূতিকে সংগঠিত করার একটি হাতিয়ার।

সম্ভবত জাতীয়তাবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার মধ্যে অদ্ভুত উত্তেজনা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রিকেট কূটনীতিতে সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়, যেখানে একাধিক স্তরের প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা জড়িত। ঔপনিবেশিকরণের চেতনায় সহযোগিতার সর্বোত্তম উদাহরণ হল অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে 1980-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ড থেকে উপমহাদেশে মর্যাদাপূর্ণ বিশ্বকাপের ভেন্যু স্থানান্তর করতে দুই বিরোধী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনীতিবিদ এবং আমলারা সহযোগিতা করেছিলেন। 1987 সালে, রিলায়েন্স গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের আর্থিক সমর্থন (সমসাময়িক ভারতের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আক্রমনাত্মক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি) এবং দুই দেশের নেতাদের উৎসাহে (সালভে 1987)। তবুও শারজাহ, সেইসাথে ভারত, পাকিস্তান বা অন্য কোথাও দেশভাগের পর থেকে প্রতিটি ভেন্যুতে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচগুলি ছদ্মবেশী জাতীয় যুদ্ধ। ক্রিকেট দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনপ্রিয় বৈরিতার জন্য এতটা একটি মুক্তির ভালভ নয় কারণ এটি শত্রুতা এবং ব্রাত্বের তীর মিশ্রণকে পুনরায় সক্রিয় করার জন্য একটি জটিল ক্ষেত্র যা সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। এই দুটি পূর্বে যুক্ত জাতি-রাষ্ট্রের মধ্যে। কাস্মীরের উত্তেজনাপূর্ণ রাজনীতিতে হোক বা শারজাহ ক্রিকেটের মাঠেই হোক ইংল্যান্ড এখন আর সমীকরণের অংশ নয়।

শারজাহ (ত্রিপাঠী 1990) এর অস্ট্রেলাসিয়া কাপ ম্যাচগুলির সাম্প্রতিক সাংবাদিকতা কভারেজ থেকে বোঝা যায় যে উপসাগরীয় রাজ্যগুলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য ক্রমবর্ধমান বিশিষ্ট স্থানগুলিতে চলে গেছে এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে হাইলাইট করা হয়েছে এবং ধারণ করা হয়েছে কাস্মীর নিয়ে তাদের বর্তমান উত্তেজনার অনুকরণ। যখন সেনাবাহিনী কাস্মীরের সীমানা জুড়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়, ক্রিকেট দলগুলি ক্রিকেট মাঠে যুদ্ধের একটি তারকা-খচিত সিমুলাক্রাম প্রদান করে।

উপসংহার: আধুনিকতার মাধ্যম।

এই অধ্যায়ের ভূমিকায় সেট করা সাধারণ সমস্যাগুলিতে ফিরে আসা এখন বাকি রয়েছে। ক্রিকেটের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় সংস্কৃতির উৎপাদনকে ঔপনিবেশিত করার জন্য যা আমি আগে কঠিন সাংস্কৃতিক রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভারতীয় সুবিধার দিক থেকে, মূল শক্তিগুলি যা ক্রিকেটের ভিক্টোরিয়ান নৈতিক এবং শিক্ষামূলক কাঠামোকে ক্ষয় করেছে তা হল পৃষ্ঠপোষকতার স্বদেশীকরণ, উভয় অর্থে

আদিবাসী পৃষ্ঠপোষকদের খুঁজে বের করার অর্থে যাদের শৈলী ফর্মকে মানিয়ে নিতে পারে এবং দর্শকদের খুঁজে বের করতে পারে যারা দ্রব্যসামগ্রী, ব্যাপক মিডিয়া ভর্তুকি এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সহায়তার বন্দরে, হয় পণ্যীকরণ ফর্মের জন্য মানসম্পন্ন সমসাময়িক সম্ভাবনার মধ্যে বা খেলোয়াড়দের জন্য কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতার সামান্য বেশি অস্বাভাবিক আকারে। এটি শুধুমাত্র শক্তির এই শক্তিশালী জোট যা ভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রিকেটকে তার ভিক্টোরিয়ান মূল্য কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দিয়েছে এবং মার্চেন্টাইজিং এবং দর্শনের সাথে যুক্ত নতুন শক্তি দ্বারা এর অ্যানিমেশন।

তবুও এই সমস্ত কারণগুলি আমাদের সমস্যার হৃদয়ে যায় না কেন ক্রিকেট একটি জাতীয় আবেগ? কেন এটি শুধু স্বদেশী নয় বরং একটি ক্রীড়া অনুশীলনের প্রতীক যা ভারতকে মূর্ত বলে মনে হয়? শারজাহ থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত স্টেডিয়ামে এবং অন্য সব মিডিয়া প্রসঙ্গে কেন এটি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে দেখা হয়? কেন ক্রিকেটের তারকাদের পূজা করা হয়, সম্ভবত সিনেমায় তাদের প্রতিপক্ষের চেয়েও বেশি?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের অংশ নিঃসন্দেহে মানবজীবনে খেলার ধারণার মধ্যে গভীর যোগসূত্র নিহিত (Huizinga 1950), জাতি ও মানবতা উভয়ের একই সাথে শক্তিশালী অনুভূতিকে একত্রিত করার জন্য অঙ্গ-নির্ভর খেলার (MacAloon 1984, 1990), এবং যন্ত্রণাবাদী আধুনিক শিল্প সমাজে অবসর এবং আনন্দের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে খেলাধুলা (Elias and Dunning 1986, Hargreaves 1982)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ক্রিকেটকে এক ধরনের অস্বস্তিকর খেলা হিসাবে দেখা যেতে পারে যা ভারতীয় কল্পনাকে চূড়ান্তভাবে দখল করেছে। কিন্তু ভারতীয় কল্পনায় ক্রিকেটের কেন্দ্রীয় স্থানের জন্য, একজনকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে কীভাবে ক্রিকেট লিঙ্গ, জাতি, কল্পনা এবং শারীরিক উত্তেজনাকে সংযুক্ত করে। এটা সত্য যে ভারতীয় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে যতদূর তারা জনসাধারণ থেকে নিজেদেরকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছে (হয় তাদের বাড়িতে বা ক্রিকেট দেখার সময় বিশেষ দেখার বিভাগে)) মহিলারা ক্রিকেটের খেলোয়াড় এবং অনুরাগী উভয়ই হয়ে উঠেছে। তবুও, দেশের জন্য, ক্রিকেট খেলোয়াড়, পরিচালক, ধারাবাহিককার, অনুরাগী এবং লাইভ দর্শকদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পুরুষ-প্রধান কার্যকলাপ। পুরুষ দর্শকরা, এমনকি যখন তারা লাইভ বা টেলিভিশন গেমগুলিতে দর্শকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে না, তখনও তারা খেলার পছন্দের দর্শক কারণ অ্যাপিক্যাল চশমা, টেস্ট ম্যাচ বা বড় ওয়ানডে ম্যাচগুলিতে শুধুমাত্র পুরুষ খেলোয়াড়রা জড়িত থাকে। ভারতীয় মহিলাদের দৃষ্টি, অন্তত এই পর্যন্ত, দুবার সরানো হয়েছে, কারণ তারা প্রায়শই পুরুষদের খেলা দেখে কিন্তু পুরুষদেরকে অন্য পুরুষদের খেলা দেখতে দেখে। পুরুষ দর্শকদের জন্য, ক্রিকেট দেখা একটি গভীরভাবে জড়িত কার্যকলাপ, শারীরিক হেক্সিস স্তরে (Bourdieu 1977), যেহেতু চল্লিশ বছরের কম বয়সী বেশিরভাগ ভারতীয় পুরুষ হয় ক্রিকেট খেলা দেখেছেন, খেলার কিছু স্থানীয় সংস্করণে নিজেদের খেলেছেন, অথবা এর অনুশীলন সম্পর্কে পড়েছেন এবং দেখেছেন। এইভাবে, ভারতীয় পুরুষদের জন্য ক্রিকেট দেখার আনন্দ, কার্যত অন্য কোন খেলার মতো নয়, ক্রিকেট খেলার বা কল্পনা করার শারীরিক আনন্দের মধ্যে নিহিত।

কিন্তু কারণ ক্রিকেট, রাষ্ট্রীয়, মিডিয়া এবং ব্যক্তিগত-ক্ষেত্রের স্বার্থের বিশাল সম্মিলনের মাধ্যমে, "ভারতীয়" দক্ষতা, "ভারতীয়" সাহসিকতা, "ভারতীয়" দলের চেতনা এবং "ভারতীয়" সহ "ভারত" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিজয়, শারীরিক আনন্দ যা পুরুষ দেখার অভিজ্ঞতার মূলে রয়েছে তা একই সাথে জাতিসত্তার ইরোটিকসের অংশ। এই কামোত্তেজকতা, বিশেষ করে সারা ভারত জুড়ে শ্রমজীবী এবং লুম্পেন পুরুষ যুবকদের জন্য, সহিংসতার সাথে গভীরভাবে যুক্ত, শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে সমস্ত অস্বস্তিকর খেলাধুলা প্রবণতাকে ট্যাপ করে। আক্রমণাত্মকতার জন্য কিন্তু কারণ শ্রেণী, জাতি, ভাষা এবং অঞ্চলের বিভাজনমূলক দাবি প্রকৃতপক্ষে জাতিকে একটি গভীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সম্প্রদায়ে পরিণত করে। ভারতীয় পুরুষদের জন্য ক্রিকেট দেখার কামোত্তেজক আনন্দ হল একটি কল্পিত সম্প্রদায়ের এজেন্সির আনন্দ, যা অন্যান্য অনেক অঙ্গনে হিংসাত্মকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়। (এই প্রক্রিয়ার একটু ভিন্ন আঙ্গিকের জন্য মিত্র 1986 দেখুন) এই আনন্দটি সম্পূর্ণ ক্যাথার্টিক বা দুষ্ট নয় কারণ ক্রিকেট খেলা অনেক ভারতীয় পুরুষের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি বা অংশ। যাইহোক, এটি শারীরিক সক্ষমতা এবং অ্যাগোনিষ্টিক বন্ধনের জীবিত অভিজ্ঞতার লিঙ্কগুলি না হারিয়েই বিবর্ধিত, রাজনৈতিককরণ এবং দর্শনীয় করা হয়েছে। লিঙ্গ, ফ্যান্টাসি, জাতি এবং উত্তেজনার মধ্যে সংযোগের এই সেটটি সাম্রাজ্য, পৃষ্ঠপোষকতা, মিডিয়া এবং বাণিজ্য-কমার্স-কনজেন্সির সাথে জড়িত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির একটি জটিল গ্রুপ ছাড়া ঘটতে পারে না যা ভারতে ক্রিকেট সম্পর্কে বর্তমান মূর্ত উত্তেজনার মঞ্চ তৈরি করে।

আমরা এখন সেই ধাঁধার দিকে ফিরে যেতে পারি যা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম। কীভাবে ক্রিকেট, একটি কঠিন সাংস্কৃতিক রূপ, যা মান, অর্থ এবং মূর্ত অনুশীলনকে শক্তভাবে জোগাড় করে, এত গভীরভাবে ভারতীয় হয়ে গেল, বা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, ডি-ভিক্টোরিয়ানাইজড হল? কারণ এর আঞ্চলিককরণের প্রক্রিয়ায় (বই, সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে) এটি ভারতীয় একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। জাতীয়তা একই সাথে ভারতীয় (পুরুষ) দেহে অনুশীলন হিসাবে খোদাই করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে উপনিবেশকরণ শুধুমাত্র প্রিন্ট ক্যাপিটালিজমের কাজের মাধ্যমে কল্পিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকে জড়িত করে না যেমনটি অ্যান্ডারসন (1983) পরামর্শ দিয়েছেন, তবে এর সাথে অ্যাগোনিষ্টিক শারীরিক দক্ষতার প্রয়োগও জড়িত যা পরবর্তীতে এইভাবে কল্পনা করা সম্প্রদায়কে আবেগ এবং উদ্দেশ্যকে আরও ধার দিতে পারে। এটি উপনিবেশকরণের গতিশীলতায় স্পেক টেটর স্পোর্টের (জনসাধারণের অন্যান্য অনেক ধরনের সংস্কৃতির বিপরীতে) বিশেষ অবদান হতে পারে।

কারণ লিঙ্গ, শরীর এবং জাতিসত্তার কামোত্তেজকতা অন্যান্য খেলাগুলির মাধ্যমে শক্তিশালী সংমিশ্রণে আসতে পারে (যেমন সকার এবং হকি, যা আজও ভারতে খুব জনপ্রিয়), কেউ এখনও জিজ্ঞাসা করতে পারে, কেন ক্রিকেট? এখানে, আমি অবশ্যই একটি অনুমানমূলক লাফ দিতে হবে এবং পরামর্শ দিচ্ছি যে ক্রিকেট হল জাতীয় মনোযোগ এবং জাতীয়তাবাদী আবেগের জন্য আদর্শ ফোকাস কারণ এটি ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য "আধুনিকতার উপায়" বলা যেতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষা করার অভিজ্ঞতা দেয়। যে গোষ্ঠীগুলি

রাষ্ট্র গঠন করে, বিশেষ করে তাদের টেলিভিশন-ভিশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, এটি জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে চালিত করতে সক্ষম হওয়ার অনুভূতি দেয়। টেকনোক্র্যাট, পাবলিসিস্ট, সাংবাদিক এবং প্রকাশকদের যারা সরাসরি মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তারা খেলাধুলার চশমা টেলিভিশনে দেখানোর, বেসরকারী-খাতের বিজ্ঞাপনে হেরফের করার কৌশলগুলি পরিচালনা করার দক্ষতার অনুভূতি প্রদান করে। জনসাধারণের মনোযোগ নিয়ন্ত্রণ করা এবং সাধারণভাবে মিডিয়াকে নিজেদের আয়ত্ত করা। প্রাইভেট সেক্টরের কাছে, ক্রিকেট অবকাশ, স্টারডম এবং জাতীয়তাবাদকে সংযুক্ত করার একটি উপায় প্রদান করে, এইভাবে মার্চেন্ডাইজিং এবং প্রচারের দক্ষতার উপর দক্ষতার অনুভূতি প্রদান করে। দর্শকদের কাছে, ক্রিকেট বিশ্ব খেলাধুলায় সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার অনুভূতি প্রদান করে (পশ্চিমের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের এখনও-মুছে ফেলা হয়নি এমন অনুভূতির সাথে যুক্ত) এবং গ্ল্যামার, মহাজাগতিকতা এবং জাতীয় প্রতিযোগিতার সাথে সম্পৃক্ততার আরও বিস্তৃত আনন্দ। উচ্চ-মধ্যবিত্ত-দর্শকের কাছে, এটি বসার ঘরের নিরাপদ এবং স্যানিটাইজড পরিবেশের মধ্যে তারকা এবং জাতীয়তাবাদী অনুভূতি আনার ব্যক্তিগতকৃত আনন্দ দেয়। শ্রমজীবী শ্রেণী এবং যুবকদের কাছে, এটি গোষ্ঠীভুক্ত, সম্ভাব্য সহিংসতা এবং শারীরিক উত্তেজনার অনুভূতি প্রদান করে যা ইংল্যান্ডে ফুটবলের আবেগকে চিহ্নিত করে। গ্রামীণ দর্শক, পাঠক এবং শ্রোতাদের কাছে, ক্রিকেট (যথাযথভাবে স্থানীয় ভাষায়) তারকাদের জীবন, জাতির ভাগ্য এবং শহরের বিদ্যুতের উপর নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি দেয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, যদিও আধুনিকতার প্রান্তগুলিকে বিশ্বশান্তি, জাতীয় দক্ষতা, ব্যক্তিগত খ্যাতি এবং দলের বীরত্ব বা গতিশীলতা হিসাবে বিভিন্নভাবে বোঝা যায় (এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়), ক্রিকেটে থাকা আধুনিকতার উপায়গুলি জীবিত স্বার্থের সঙ্গমকে জড়িত করে, যেখানে ক্রিকেটের প্রযোজক এবং ভোক্তারা ভারতীয়ত্বের উত্তেজনা ভাগ করে নিতে পারেন এর অনেকগুলি, বিভাজনকারী দাগ ছাড়াই। অবশেষে, যদিও সম্ভবত অন্তত সচেতনভাবে, ক্রিকেট এই সমস্ত গোষ্ঠী এবং অভিনেতাদের এই অনুভূতি দেয় যে খেলাটিকে তার ইংরেজি অভ্যাস থেকে উপনিবেশে, ভাষা, দেহ এবং সংস্কার স্তরে এবং সেইসাথে প্রতিযোগিতা, অর্থ এবং দর্শনের স্তরে হাইজ্যাক করেছে। যদি ভারতে ক্রিকেটের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে আধুনিকতার মাধ্যম নিয়ে জনসাধারণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এর মতো কিছু অবশ্যই উদ্ভাবিত হত।